সেক্ষ টেস্ট-১৬ (বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য)

১. বাংলাদেশের সরকারি ইপিজেডের সংখ্যা কতটি?
ক ৬টি খ ৮টি
গ ১০টি ঘ ১২টি

২. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের বর্তমান নাম কী?
ক বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন
খ ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ
গ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ
ঘ বাংলাদেশ ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড কমিশন

৩. 'বে' অর্থনৈতিক অঞ্চল কোথায়?
ক পটুয়াখালী খ গাজীপুর গ বরিশাল ঘ বাগেরহাট

৪. বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মতে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' কী?
ক উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন খ ইন্টারনেট আবিষ্কার
গ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার ঘ বিদ্যুৎ আবিষ্কার

৫. শিল্পের কোন ক্ষেত্রের সাথে Effluent Treatment Plan (ETP) জড়িত?
ক প্লাস্টিক বর্জন খ পরিবেশ সনদ
গ অনুমতিপত্র ঘ দূষিত পানি বিশুদ্ধকরণ

৬. 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন' প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৫৭ খ ১৯৫৩
গ ১৯৬৫ ঘ ১৯৭৫

৭. 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক অর্থ খ শিল্প
গ বাণিজ্য ঘ প্রযুক্তি

৮. 'BGMEA' কোথায় অবস্থিত?
ক সেগুনবাগিচা খ আগারগাঁও
গ কারওয়ান বাজার ঘ গাজীপুর

৯. 'পাট দিবস' কবে পালিত হয়?
ক ২২ জুলাই খ ২৮ জুন
গ ৬ মার্চ ঘ ৮ মার্চ

১০. স্টেলা মেরিস নির্মাণ করে কোন শিপইয়ার্ড?
ক আনন্দ শিপইয়ার্ড খ জয়েস্টান শিপইয়ার্ড
গ খুলনা শিপইয়ার্ড ঘ আনসু শিপইয়ার্ড

১১. শিল্পের প্রাণ বলা হয় কোন শিল্পকে?
ক কার্পাস বয়ন শিল্প খ সিমেন্ট শিল্প
গ সার শিল্প ঘ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

১২. বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' কোথায় অবস্থিত?
ক সিলেটে খ চট্টগ্রামে
গ ঢাকায় ঘ কুমিল্লায়

১৩. 'বিলিয়ন ডলার শিল্প' বলা হয় কোনটিকে?
ক সার শিল্প খ পোশাক শিল্প
গ চামড়া শিল্প ঘ ঔষধ শিল্প

১৪. কোন শিল্পকে 'আধুনিক শিল্প' দানব বলা হয়?
ক পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প খ লৌহ-ইস্পাত শিল্প
গ কার্পাস বয়ন শিল্প ঘ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

১৫. 'চট্টলবন্দর' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক বাণিজ্য খ সড়ক, পরিবহণ ও সেতু
গ নৌ পরিবহণ ঘ অর্থ

উত্তরপত্র : সেক্ষ টেস্ট-১৩ (বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ)

১.	ঘ	২.	গ	৩.	ক	৪.	ঘ	৫.	ঘ
৬.	গ	৭.	ঘ	৮.	ঘ	৯.	ঘ	১০.	গ
১১.	ক	১২.	গ	১৩.	গ	১৪.	গ	১৫.	গ

উত্তরপত্র : সেক্ষ টেস্ট-১৪ (বাংলাদেশের জনসংখ্যা)

১.	গ	২.	ক	৩.	ক	৪.	গ	৫.	ঘ
৬.	ঘ	৭.	ঘ	৮.	গ	৯.	গ	১০.	ঘ
১১.	গ	১২.	ঘ	১৩.	ঘ	১৪.	গ	১৫.	গ

উত্তরপত্র : সেক্ষ টেস্ট-১৫ (বাংলাদেশের অর্থনীতি)

১.	ক	২.	ঘ	৩.	ক	৪.	ক	৫.	ক
৬.	ঘ	৭.	ক	৮.	ক	৯.	ঘ	১০.	গ
১১.	ঘ	১২.	ক	১৩.	ঘ	১৪.	গ	১৫.	ক

উত্তরপত্র : সেক্ষ টেস্ট-১৬ (বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য)

১.	ঘ	২.	ক	৩.	ঘ	৪.	ক	৫.	ঘ
৬.	ক	৭.	ঘ	৮.	গ	৯.	গ	১০.	ক
১১.	ঘ	১২.	ঘ	১৩.	ঘ	১৪.	ক	১৫.	গ

BCS

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার-১৩-১৬) নোট : ৩

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ,
জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং
শিল্প ও বাণিজ্য

বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে Visit করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল Page : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার ১৩ থেকে ১৬)

লেকচার-১৩
বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

আলোচ্য বিষয় : শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা।

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলি. প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস
- বাংলাদেশে কোন নদী কার্পজাতীয় মাছের রেণুর প্রধান উৎস? → হালদা

৪৫তম বিসিএস
- বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? → চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার অবস্থিত? → ময়মনসিংহ

৪৪তম বিসিএস
- বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়? → বান্দরবান
- বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? → মৌলভীবাজার

৪৩তম বিসিএস
- 'বলাকা' কোন ফসলের একটি প্রকার? → গম
- কোন সালে কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়নি? → ২০১৫ (অপশনে ছিল- ১৯৭৭, ২০০৮, ২০১৯)
- 'ম্যানিলা' কোন ফসলের উন্নত জাত? → তামাক

৪২তম বিসিএস
- বাংলাদেশের ছয় ঋতুর সঠিক অনুক্রম কোনটি? → গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত
- কৃষিক্ষেত্রে রবি মৌসুম কোনটি? → কার্তিক-ফাল্গুন
- বাংলাদেশে প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান → BADC

৪০তম বিসিএস
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়? → ফরিদপুর
- বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ → ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর

৩৯তম বিসিএস
- বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান কত শতাংশ? → ১১.০২ শতাংশ [বা. অ. স. ২০২৪ মতে]

৩৮তম বিসিএস
- জুমচাষ হয় → খাগড়াছড়িতে
- বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান → ক্রমহ্রাসমান

৩৭তম বিসিএস
- আলুর একটি জাত → ডায়মন্ড
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় → বোরো ধান
- প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান → BADC (Bangladesh Agricultural Development Corporation)

৩৬তম বিসিএস
- বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয় → অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে
- 'অগ্নিশ্বর' যে ফসলের উন্নত জাত → কলা
- ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অবস্থিত → চাঁদপুরে
- সুন্দরবন বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে → ৬২%
- সুন্দরবনে ঘ গণনায় ব্যবহৃত হয় → পাগ-মার্ক (পদচিহ্ন)

৩৫তম বিসিএস
- বাগদা চিংড়ি যে দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় → আশির দশক
- 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' → উন্নত জাতের ভুট্টা
- 'ম্যানগ্রোভ' কী? → উপকূলীয় বন
- বাংলাদেশের সুন্দরবনে হরিণ দেখা যায় → ২ প্রজাতির (মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ)

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির ভূমিকা অনবদ্য। 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি'-এর কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে। বাংলার শস্যভাণ্ডার বলা হয় বরিশালকে। বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি বলা হয় ঠাকুরগাঁও জেলাকে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় কৃষি ঐতিহ্য : বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় কৃষি ঐতিহ্য- ৫টি। যথা- ১. ভাসমান চাষ পদ্ধতি; ২. ফুল চাষ; ৩. প্রচলিত ধান চাষ পদ্ধতি; ৪. জুম চাষ পদ্ধতি; ৫. ধানের সাথে মাছের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি।

- 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)' কর্তৃক বাংলাদেশে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ঐতিহ্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ১টি → ভাসমান সবজি চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর	১৯৭৬
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ	১৯৬১
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর	১৯৭০
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিকমিয়া অ্যাভিনিউ, ঢাকা	১৯৫১
বাংলাদেশ পাট গবেষণা বোর্ড	মানিকগঞ্জ	
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৯৫৭
বাংলাদেশ চা বোর্ড	চট্টগ্রাম	১৯৭৭
বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঈশ্বরদী, পাবনা	১৯৮৭
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	রাজশাহী	
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯৮৫
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র	নশীপুর, দিনাজপুর	
বাংলাদেশ ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা	১৯৮৭
বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র	শিবগঞ্জ, বগুড়া	
বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড	ফার্মগেট, ঢাকা	১৯৭২
বাংলাদেশ রবার গবেষণা বোর্ড	চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ	ফার্মগেট, ঢাকা	১৯৭৫
সার্ক কৃষি কেন্দ্র	ফার্মগেট, ঢাকা	১৯৮৫

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদকে ৪টি সেক্টরে ভাগ করা যায়-
- **শস্য ও শাকসবজি :** ধান, গম, আলু, ভুট্টা প্রভৃতি।
- **প্রাণিজ সম্পদ :** পোলট্রি, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি।

- **বনজ সম্পদ :** হর্টিকালচার, পিসিকালচার, সেরিকালচার, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি।
- **মৎস্য সম্পদ :** অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য।
- পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ করার পদ্ধতিকে → জুম বলে
- জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি → সল্ট

ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে শস্য বা ফসল

- ২ প্রকার → ১ রবিশস্য ও ২. খরিপ শস্য

রবিশস্য : আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে রবিশস্য/মৌসুম বলে। এ সময়ের শস্যই রবিশস্য/শীতকালীন শস্য, যেমন- ফুল বা বাঁধাকপি, গাজর, মুলা, লাউ, শিম ইত্যাদি

শীতকালীন শস্যকে বলা হয় → রবিশস্য

খরিপ শস্য : গ্রীষ্মকালীন শস্যকে খরিপ শস্য বলে। খরিপ শস্য বা মৌসুম ২ প্রকার।

খরিপ-১ : চৈত্রমাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-১ বলে। ফসলগুলো- করলা, পটোল, কাঁকরোল, পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি।

খরিপ-২ : আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-২ বলা হয়। ফসলগুলো- আমলকী, জলপাই, তাল ইত্যাদি

- বারোমাসি সবজি- লালশাক, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ

বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য

শস্য/ফসল	উন্নত জাত
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী,
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাসি, মোহনবাসি, বিটজবা, অমৃতসাগর, সিঙ্গাপুরি, সবরি
ভুট্টা	বর্ণালি, শুভ্র, উত্তরণ (ব্র্যাক উদ্ভাবিত), মোহর, সুপার সুইট কর্ন
গম	বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অগ্রণী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত, জোপাটিকা, ইনিয়া-৬৬
ধান	হীরা, ময়না, হরি, সোনার বাংলা, ইরাটম, ব্রিশাইল, বিনাশাইল, চান্দিনা, মালা, বাংলামতি, শ্রাবণী, বালাম, রহমত, সুফলা, মুক্তা, প্রগতি, আশা, বিপ্লব, দুলাভোগ, বাউ-১৬, নারিকা-১, সুপার রাইস, সোনার বাংলা-১ প্রভৃতি
তুলা	রুপালি, ডেলফোজ, সি বি-১০
টমেটো	বাহার, মানিক, রতন, মিন্টো (বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রথম হাইব্রিড টমেটো), ঝুমকা, সিঁদুর, অপূর্ব
মরিচ	যমুনা, বাংলালঙ্কা
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, গৌড়মতি (বারোমাসি আম), হিমসাগর, হাড়িভাঙ্গা, রুপালি।
মিষ্টিকুমড়া	হাজি ও দানেশ
তামাক	সুমাত্রা ও ম্যানিলা
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা (হলদে জাতের তরমুজ)
বেগুন	ইত্তরা, শুকতারা, তারাপুরি, নয়নতারা, সিংনাথ, দোহাজারী ও খটখটিয়া
বাঁধাকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রিন এক্সপ্রেস, ড্রাম হেড, অ্যাটনাম-৭০
ফুলকপি	আর্লি স্নোবল, হোয়াইট ব্যারন, ট্রপিক্যাল, রাক্ষুসী, বারী
তেলবীজ/ সরিষা	সফল, অগ্রণী, সোনালী, কল্যাণীয়া, কিরনী (ডিএস-১)
সয়াবিন	ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ
পেয়ারা	কাজি, স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর, মুকুন্দপুরি

চাষ পদ্ধতি

- মৌমাছির চাষকে বলা হয় → অ্যাপিকালচার (Apiculture)। মৌমাছির লাতিন নাম Apis
- মৎস্য চাষকে বলা হয় → পিসিকালচার (Pisciculture) (মাছের লাতিন নাম Pisci)
- উদ্যানবিদ্যা → হর্টিকালচার (Horticulture) (লাতিন Hortus শব্দের অর্থ বাগান)
- সবজি পালন বিদ্যা → আরবরিকালচার (Aroboriculture)
- ফুল চাষ বিদ্যা → ফ্লোরিকালচার (Floriculture)
- রেশমের (পোকার) চাষকে বলা হয় → সেরিকালচার (Sericulture) (লাতিন Sericum-এর অর্থ সিল্ক)
- পাখিপালন বিদ্যা → অ্যাভিকালচার (Aviculture) (পাখির লাতিন নাম Avis)
- গলদা চিংড়ি (স্বাদুপানির চিংড়ি) চাষকে বলা হয় → প্রণকালচার (Prawnculture)
- বাগদা চিংড়ি (লোনাপানির চিংড়ি) চাষকে বলা হয় → শ্রিম্পকালচার (Shrimpculture)
- মুক্তা চাষকে বলা হয় → পার্লকালচার (Pearlculture)
- ব্যাঙ চাষ বিদ্যা → ফ্রগকালচার (Frogculture)

জুম চাষ : জুম চাষ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাগুলোয়। বছরে দুইবার জুম চাষ করা হয়ে থাকে। জুম চাষকে Slopping Agricultural Land Technology (SALT) বলা যায়।

বাংলাদেশের ঋতু

বাংলাদেশের মোট ঋতু : ৬টি। যথা- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

স্বতন্ত্র ঋতু : বর্ষাকাল

১. গ্রীষ্ম = বৈশাখ + জ্যৈষ্ঠ, ২. বর্ষা = আষাঢ় + শ্রাবণ
৩. শরৎ = ভাদ্র + আশ্বিন, ৪. হেমন্ত = কার্তিক + অগ্রহায়ণ
৫. শীত = পৌষ + মাঘ, ৫. বসন্ত = ফাল্গুন + চৈত্র

বাংলাদেশের মৃত্তিকা

বায়ু, আর্দ্রতা এবং গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রার উপস্থিতিতে খনিজ ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণকে সাধারণত মৃত্তিকা বলা হয় অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের দ্বারা মৃত্তিকা গঠিত। একটি আদর্শ মৃত্তিকায় ৪৫% খনিজ পদার্থ, ৫% জৈব পদার্থ, ২৫% পানি এবং ২৫% বায়ু থেকে। তবে বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে পানি এবং বায়ুর অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে থাকে। মৃত্তিকা বুনটের ওপর ভিত্তি করে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. বেলেমাটি; ২. পলিমাটি; ৩. এঁটেল মাটি এবং ৪. দোআঁশ মাটি।

পানিসম্পদ

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড → ১৯৫৯ সালে গঠিত হয়
- UNCLOS অনুযায়ী মহাসমুদ্রগুলো ও তাদের সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা 'The Future We want'-এর ১৪তম গোলস অনুযায়ী সামুদ্রিক সম্পদ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের প্রধান জলজসম্পদ → মাছ ও পানি
- ফারাক্কা বাঁধ চালু হয় → ১৯৭৫ সালে
- ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে → ১৬.৫ কিমি. দূরে অবস্থিত
- বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা → ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার
- World Health Organization (WHO)-এর মতে, আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা → ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার : বাংলাদেশে মোট পানি শোধনাগারের সংখ্যা ৪টি।

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	অন্যান্য তথ্য
চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রি.	বাংলাদেশের প্রথম পানি শোধনাগার
সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯ খ্রি.	-
গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯ খ্রি.	-
সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রি.	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার

সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প	১৯৫৪ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ
তিস্তা বাঁধ অবস্থিত	লালমনিরহাট জেলায়
তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল	রংপুর ও দিনাজপুর
DND বাঁধের পুরো নাম	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা
বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত	বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে

শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ

- সাধারণ অর্থে, সব ধরনের ফসলকেই শস্য বলে।
- শস্য বা ফসল ২ প্রকার।
  ১. **খাদ্যশস্য :** (ক্যালরি চাহিদা মেটায়) বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, আলু, গম, ডাল, তেলবীজ এবং মসলা ইত্যাদি। বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়।
  ২. **অর্থকরী ফসল :** (সরাসরি বিক্রির জন্য উৎপাদন)। যেমন- রেশম, রবার, পাট, চা, তামাক, তুলা ইত্যাদি অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্য :

ধান

- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান চাষ করা হয় → আবাদি জমির প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ধান → বিনা-৮, যা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
- বাংলাদেশের উৎকৃষ্টমানের ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, ময়মনসিংহের বিরই এবং নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ও চিনিগুঁড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাল কল আছে → নওগাঁ জেলায়
- ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান → তৃতীয়
- আউশ ধান রোপণ করা হয় → জুলাই-আগস্ট মাসে
- উত্তরাঞ্চলে 'মঙ্গার ধান' বলে পরিচিত → বি-৩৩
- একটি দেশজ নতুন জাতের ধান → হরিধান (আবিষ্কারক- ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালী)
- বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মানের ধান → বালাম
- যে ধানের চাল ভেজালেই ভাত পাওয়া যায় → অঘনিবোরা
- কাটারিভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা → দিনাজপুর

অঞ্চলভিত্তিক ধান চাষাবাদ		ধানের বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য	
ধান	এলাকা	ধান	বৈশিষ্ট্য
কাটারিভোগ	দিনাজপুর	বিনা-৮ বিনা-৯	লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে
বালাম	বরিশাল ও পটুয়াখালী	অঘনিবোরা	চাল ভেজালেই ভাত পাওয়া যায়
ময়মনসিংহ	বিরই	হরিধান	ঝিনাইদ
নোয়াখালী	কালিজিরা	বিরই	ময়মনসিংহ
কুমিল্লা	চিনিগুঁড়া		

গম : বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য গম, যা শীতকালে চাষ করা হয়। রংপুর, কুমিল্লা, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনায় গম বেশি চাষ হয়। দেশের বেশি গম উৎপাদিত হওয়ায় বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি বলা হয় ঠাকুরগাঁও জেলাকে।

আলু : 'Potato' এসেছে স্প্যানিশ 'Patata' থেকে। বাংলার আলু চাষের পথিকৃৎ- ওয়ারেন হেস্টিংস। আলু বিশ্বের কন্দালজাতীয় ফসল। বাংলাদেশের অতিপরিচিত খাদ্য গোল আলু দেশে আনা হয়েছে- ইউরোপের হল্যান্ড থেকে।

ভুট্টা : ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম- উত্তরণ। উত্তরণ, বর্ণালি ও শুভ্র- উন্নত জাতের ভুট্টার নাম। ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- দিনাজপুর।

অর্থকরী ফসল :

পাট

- 'সোনালি আঁশ' বলা হয় → পাটকে
- পাটের জিন বিন্যাস আবিষ্কার করেন → ড. মাকসুদুল আলম
- বাংলাদেশ পাটের যে কয়টি জেনোমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে → ৩টি
- পাট বাংলাদেশের প্রধান → অর্থকরী ফসল
- পাট উৎপাদনে ভারত বিশ্বের → শীর্ষ দেশ এবং বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়
- শ্রেষ্ঠ পাট বলয় → ময়মনসিংহ-ঢাকা-কুমিল্লা
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় → ফরিদপুর জেলায়
- একটি কাঁচাপাটের গাঁইটের ওজন → সাড়ে তিন মণ (৩.৫ মণ)
- পাট পচানোর পদ্ধতি → রিবন রেটিং
- পাটকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় → ১. সাদা ২. তোষা ও ৩. মেস্তা
- পাট থেকে জুট পলিমার তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কারের পথিকৃৎ → বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মোবারক আহমদ খান
- জুটন (পাট ও তুলার মিশ্রণে তৈরি কাপড়) → ৭০% পাট + ৩০% তুলা [আবিষ্কারক : ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ]
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল 'আদমজী পাটকল' বন্ধ হয় → ৩০ জুন ২০০২
- বাংলাদেশে যতটি পণ্যের সংরক্ষণ ও পরিবহণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে → ১৯টি

চা : চা-এর আদি নিবাস চীন। চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব-সংলগ্ন এলাকায় সর্বপ্রথম একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা কুণ্ডদের বাগান নামে পরিচিত। এরপর সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায়, যা বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান হিসেবে গণ্য হয়। সিলেট অঞ্চলে চা ভালো জন্মানোর কারণ পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি। দেশ স্বাধীনের পূর্বে সিলেটের সুরমা ভ্যালি ও চট্টগ্রামের হালদা ভ্যালি এই দুটি স্থানে চা চাষ করা হতো। পঞ্চগড় থেকে 'অর্গানিক মিনা চা' সর্বপ্রথম বাজারজাত শুরু করে কাজী অ্যান্ড কাজী টি এস্টেট। বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় পাকিস্তানে। বাংলাদেশের উৎপাদিত চায়ের রপ্তানি করা হয় ৬৫%। বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে। বাংলাদেশে প্রথম অর্গানিক চা-এর নাম মীনা চা। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা উৎপন্ন হয় মৌলভীবাজার। বাংলাদেশে উৎপাদিত চা ২ প্রকার। যথা- ১. কালো চা, ২. সবুজ চা। বর্তমানে দেশে চা বাগান ১৬৭টি। বিশ্বে চা উৎপাদনে বাংলাদেশ ৮ম। দেশে চা বাজারজাতকরণের একমাত্র নিলাম বাজার অবস্থিত চট্টগ্রামে। চা পাতায় থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। বাংলাদেশের চা বোর্ড চট্টগ্রাম।

রাবার, আখ, তামাক, তুলা, রেশম, আম

- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের আওতাধীন রাবার বাগান → ১৬টি
- ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম রাবার বাগান করা হয় → কক্সবাজারের রামুতে
- বাংলাদেশে তামাক উৎপন্ন হয় → রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে

- সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় → কুষ্টিয়া জেলায় [কৃষি পরিসংখ্যান গ্রন্থ-২০২৩]
- বাংলাদেশে তুলা উৎপাদনে ১ম → বিভাগ হিসেবে খুলনা, জেলা হিসেবে ঝিনাইদহ। [কৃষি পরিসংখ্যান গ্রন্থ-২০২৩]
- আখ উৎপাদনে ১ম → বিভাগ হিসেবে রাজশাহী, জেলা হিসেবে নাটোর
- বাংলাদেশে রেশম উৎপাদনে হয় → রাজশাহী (কৃষি সমীক্ষা-২০২০)
- বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ডাল জাতীয় শস্য অন্যতম। ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মুগ, মসুর, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি অন্যতম।
- বাংলাদেশে উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি ইত্যাদি প্রধান।
- IRDP বলতে বোঝায় → সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি
- বাংলাদেশে ফসল তোলার ঋতু → ৩টি; যথা- ১. ভাদোই, ২. হৈমন্তিক, ৩. রবি
- *'খনার বচন'* কী? → কৃষি ও আবহাওয়া বিষয়ক উপদেশ ও শ্লোক
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কৃষিশুমারি হয় → ৫টি; প্রথমটি- ১৯৭৭, দ্বিতীয়টি- ১৯৮৬, তৃতীয়টি- ১৯৯৭, চতুর্থটি- ২০০৮ এবং পঞ্চমটি- ২০১৯
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের পূর্বনাম → রাষ্ট্রপতি কৃষি পুরস্কার
- ভূমিহীন কৃষক/চাষি বলা হয় → যে সকল কৃষকের/চাষির জমির পরিমাণ ১ একরের নিচে
- মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে → বায়ুর নাইট্রোজেন
- বাতাসের নাইট্রোজেন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে → পানিতে মিশে মাটিতে শোষিত হওয়ার ফলে
- ইউরিয়া সার উৎপাদন করার প্রধান কাঁচামাল → প্রাকৃতিক গ্যাস
- উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য → নাইট্রোজেন সার
- ফসলের মূল বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য → ফসফরাস সার
- স্বর্ণা এক ধরনের জৈব সার, যার বৈজ্ঞানিক নাম ফাইটা হরমোন ইনডিউসার, এটি আবিষ্কার করেন → ড. সৈয়দ আব্দুল খালেক
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত → গাজীপুর
- আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত → ঈশ্বরদী, পাবনা
- দেশের প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান → BADC (Bangladesh Agricultural Development Corporation)
- যে সকল কৃষকের নিজেদের জমির পরিমাণ এক একরের নিচে তাদের বলা হয় → ভূমিহীন চাষি

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

- BFDC-এর পূর্ণ রূপ → Bangladesh Fisheries Development Corporation
- দেশে দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ → প্রায় ৬৭.৮০ গ্রাম (অ. স. ২০২৪)
- বর্তমানে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর → দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহে অবস্থিত
- মাছ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের জোগান দেয় → ৬০%
- পিরানহা → এক ধরনের রাক্ষুসে মাছ
- মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায় → তেলাপিয়া মাছ
- 'দুবলার চর' বিখ্যাত → মাছ ও শুঁটকির জন্য
- 'কুয়েত সিটি' হিসেবে পরিচিত → খুলনা অঞ্চল (চিংড়ি চাষের জন্য)
- 'Fisheries Training Institute' অবস্থিত → চাঁদপুরে
- 'Bangladesh Fisheries Research Institute' অবস্থিত → ময়মনসিংহ [প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে]
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র → হালদা নদী
- সরকার ঘোষিত দেশের প্রথম মৎস্য অভয়াশ্রম → হাইল হাওর (শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)
- পুকুরে যে মাছ বাঁচে না → ইলিশ
- বাংলাদেশের মৎস্য আইনে রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ → ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2022-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। [তথ্য : অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২৪]

ইলিশ : বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। দেশের প্রায় ৬ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। [তথ্য : অর্থনৈতিক সমীক্ষা -২০২৪]

চিংড়ি : চিংড়ি মাছ মূলত প্রাণিজগতের Arthropoda পর্বের কীট বা পতঙ্গ। চিংড়ি ২ প্রকার; যথা- ১. বাগদা ও ২. গলদা। গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে আর বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে চাষ হয়। বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু ১৯৭৬ সাল থেকে। বাগদা চিংড়ি আশির দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হওয়ায় চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয়, আর হিমায়িত খাদ্যকে Thurst Sector বলা হয়।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : প্রধান কার্যালয় ময়মনসিংহে অবস্থিত। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পরিবেশ এবং মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী দেশের ১০টি এলাকায় ইনস্টিটিউটের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে। অবস্থানসহ ৫টি গবেষণা কেন্দ্রের নাম-

- ময়মনসিংহে অবস্থিত স্বাদুপানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র;
- চাঁদপুরে অবস্থিত নদীর মাছ গবেষণা কেন্দ্র;
- খুলনার পাইকগাছায় অবস্থিত লোনাপানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র;
- কক্সবাজারে অবস্থিত সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র;
- বাগেরহাটে অবস্থিত চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন → ব্রিটিশ নাগরিক লর্ড লিন লিথগো
- বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় → ৫ মে ১৯৯৫ সালে
- 'বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট' অবস্থিত → ঢাকার সাভারে
- দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত → পাবনায়
- 'বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র' (সরকারি) অবস্থিত → করমজল, সুন্দরবন
- উন্নত জাতের গাভী → হরিয়ানা, সিন্দী, ফ্রিসিয়ান, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি
- সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত → ফ্রিসিয়ান
- উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগি → হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভার, মিনিব্রো
- মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায় → রোড আইল্যান্ড রেড ও অস্টারলক জাতের মুরগি থেকে
- যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম → রামছাগল
- বাংলাদেশের বিখ্যাত ছাগলের জাত → ব্ল্যাক বেঙ্গল
- কুষ্টিয়া গ্রেড → বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার নাম
- বনরুই → এক ধরনের বিড়াল
- ঘড়িয়াল দেখা যায় → পদ্মা নদীতে
- মুরগির রোগ → রাণীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলেরা, বার্ডফ্লু ইত্যাদি

- হাঁসের রোগ → ডাক প্লেগ, রোপা
- গবাদি পশুর রোগ → গো-বসন্ত, যক্ষা, ব্ল্যাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স
- Department of Livestock Services (DLS) অবস্থিত → ফার্মগেট, ঢাকা
- বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে → সাইবেরিয়া থেকে
- গো-চারণের বাথান রয়েছে → সিরাজগঞ্জ জেলায়
- 'রাজ কাঁকড়া' হলো → জীবন্ত জীবাশ্ম
- 'মিনিব্রো'/'হাইব্রো'/'স্টারব্রো' হলো → ব্রয়লার মুরগির উন্নত জাত
- ব্রয়লার → যে সকল মুরগি কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে
- ডিমপাড়া মুরগিকে লেয়ার বলে এবং সবচেয়ে বেশি ডিমপাড়া মুরগি → লেগহর্ন
- যে প্রাণী দাঁড়িয়ে ঘুমায় → ঘোড়া
- রোপা, ডাক, প্লেগ → হাঁসের রোগ
- 'ব্ল্যাক কোয়াটার' হচ্ছে → গবাদিপশুর রোগ
- ২০১৮ সালে অধ্যাপক বঙ্গবুর রহমান মোল্লার নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' ছাগলের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।
- বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম কুমির প্রজনন খামার ময়মনসিংহের ভালুকায়। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কুমির রপ্তানি করে জার্মানিতে। বাংলাদেশের একমাত্র এবং প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কুমির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম Reptiles Farm Limited। দেশের একমাত্র সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় ২০০২ সালে।
- প্রকৃতিক কুমির প্রজনন কেন্দ্র-করমজল, সুন্দরবন।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাণী গবেষণা প্রতিষ্ঠান

গবেষণা প্রতিষ্ঠান	অবস্থান
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	সাভার, ঢাকা
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র	সিলেটের টিলাগড়
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র	ডুলহাজরা, চকোরিয়া, কক্সবাজার
মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন কেন্দ্র	ফকিরহাট, বাগেরহাট
গাধা প্রজনন কেন্দ্র	রাঙামাটি
সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্র	করমজল, সুন্দরবন
প্রথম কৃত্রিম কুমির প্রজনন কেন্দ্র	ভালুকা, ময়মনসিংহ
'ছাগল উন্নয়ন ও পাঁঠা কেন্দ্র' অবস্থিত	রাজবাড়ি হাট
কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার	হাজীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশের বনজসম্পদ

- বাংলাদেশের বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত → চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন অবস্থিত → মতিঝিল
- BFIDC→ Bangladesh Forest Industries Development Corporation
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই → ২৮টি জেলায়
- বাংলাদেশে সরকারি বনের সংখ্যা → ১৭টি
- বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন → চকোরিয়া, কক্সবাজার
- টাইডাল বন → যে বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় আবার ভাটার সময় শুকিয়ে যায়
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন/বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন → সুন্দরবন
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি → চট্টগ্রাম বিভাগে
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি → রাজশাহী বিভাগে
- জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে → বাগেরহাট জেলায়
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি আছে → ৭টি; যথা– বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে → ১০টি জেলায়
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বননীতি গৃহীত হয় → ১৯৭২ সালে
- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয় → ১৯৮১ সালে (চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়)
- জাতীয় বৃক্ষরোপণ শুরু হয় → ১৯৭২ সালে
- বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয় → ১৯৯২ সালে
- জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন করা হয় → ১৯৯৪ সালে
- বাংলাদেশের উচ্চতম (উচ্চতা ২৪০ ফুট) বৃক্ষ → বৈলাম (বান্দরবান গভীর অরণ্যে)
- দ্রুততম বৃদ্ধি সম্পন্ন গাছ → ইপিল ইপিল
- লুকিং গ্লাস ট্রি নামে পরিচিত → সুন্দরী বৃক্ষ
- নেপিয়ার → এক ধরনের ঘাস
- সূর্যকন্যা বলা হয় → তুলা গাছকে
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ → ইউক্লিপটাস
- বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি → দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে
- মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ → শাল
- বাংলাদেশের যে অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি শাল গাছ আছে → ভাওয়াল
- দেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে → চট্টগ্রামে
- সাম্পান এবং নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় → গামার ও চাপালিশ গাছ
- ঘরের এবং বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় → শাল গাছ
- ছাতিম গাছ ব্যবহৃত হয় → টেক্সটাইল মিলে
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক ও গার্ডেন → বাহাদুর শাহ পার্ক ও বলধা গার্ডেন
- লাউয়াছড়া বনে যে বিরল প্রাণী আছে → উলুক

বনভূমির ধরন : উদ্ভিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি, যা মূলত পাহাড়ি বনভূমি নামে পরিচিত;
- ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন;
- গরান বা স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।
- অশ্রেণিভুক্ত সরকারি মালিকানাধীন ছনজাতীয় মিশ্র জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

- **চিরহরিৎ :** যে সকল উদ্ভিদের পাতা একসঙ্গে ঝরে পড়ে না এবং গাছগুলো চিরসবুজ থাকে তাদের চিরহরিৎ উদ্ভিদ বলে।
- **অবস্থান :** পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত।
- **প্রধান বৃক্ষ :** ময়না, তেলসুর, চাপালিশ, গর্জন, গামারি, জারুল, কড়ই, বাঁশ, বেত, হোগলা প্রভৃতি। আর প্রধান প্রাণী হাতি, শূকর ইত্যাদি। গর্জন ও জারুলগাছ রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গামারি ও চাপালিশ গাছ সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চন্দ্রঘোণা কাগজকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

১. **অবস্থান :** যে সকল গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায়, তাদের পাতাঝরা উদ্ভিদ বলে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মধুপুর বনভূমি, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের উদ্যান, রংপুর ও দিনাজপুরের বরেন্দ্র বনভূমি অঞ্চল।

২. **প্রধান উদ্ভিদ :** ক্রান্তীয় পতনশীল বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলোর মধ্যে গজারি (বা শাল), ছাতিম, কুর্চি, বহেড়া, হিজল গাছ অন্যতম।

৩. **ব্যবহার :** শালকাঠ ঘরের আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন

- **অবস্থান :** সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায়। তবে ৯৫ বর্গ কিমি. পটুয়াখালী ও বরগুনায় অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে সুন্দরবন ৮৯° ও ৮.৫৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১.৩০° ও ২৩.২৩° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।
- **আয়তন :** সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিমি.। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬,০১৭ বর্গ কিমি. বা ২,৪০০ বর্গ মাইল, যা মোট বনভূমির ৬২ শতাংশ, অবিশিষ্টাংশ রয়েছে ভারতে।
- **প্রধান উদ্ভিদ :** সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন, ছন, গোলপাতা প্রভৃতি। 'সুন্দরী' বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্য সুন্দরবন নামকরণ করা হয়েছে। সুন্দরী গাছ দীর্ঘ হতে পারে ৪০ থেকে ৬০ ফুট। সুন্দরী গাছ বড় বড় খুঁটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গেওয়া কাঠ বাক্স ও দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরিতে এবং নিউজপ্রিন্ট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ধুন্দল কাঠ দিয়ে পেন্সিল তৈরি করা হয়। গরান কাঠ দিয়ে রং প্রস্তুত করা হয়। গর্জন ও জারুল দিয়ে রেলের স্লিপার তৈরি করা হয়। গজারি ও চাপালিশ দিয়ে নৌকা ও সাম্পান তৈরি করা হয়। গোলপাতা দিয়ে ঘরে ছাউনি তৈরি করা হয়। কুর্চি দিয়ে ছাতার বাঁট তৈরি করা হয়।

বাঘ গণনা : সুন্দরবনের বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি– পাগমার্ক (পদচিহ্ন) ও ক্যামেরা পদ্ধতি। বাঘ শিকারের জন্য বিখ্যাত পচাদী গাজী।

অন্যান্য তথ্য

- সুন্দরবনের অভয়ারণ্য হচ্ছে → হিরণ পয়েন্ট, কাটকা ও আলকি দ্বীপ
- সুন্দরবনের পূর্বে ও পশ্চিমে রয়েছে → বলেশ্বর ও রায়মঙ্গল নদী
- রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে সুন্দরবনের → ফ্লাগশিপ প্রজাতি বলা হয়
- সুন্দরবনে ২ প্রজাতীর হরিণ দেখা যায় → মায়া ও চিত্রা হরিণ
- সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহকারীদের বলা হয় → বাওয়ালী
- 'মৌয়ালী' হচ্ছে → সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারী

অশ্রেণিভুক্ত সরকারি বনভূমি : এ বনভূমি মূলত মিশ্র প্রকৃতির। এসব ভূমি বনবিভাগের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জাতীয় উদ্যান

- রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে → বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক নং অনুচ্ছেদে
- ভাওয়ালের গড়কে প্রথম 'জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করেন → বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩ সালে)
- মধুপুর বনকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় → ১৯৮২ সালে
- বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মধুপুর বনকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয় → ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী আইনের আওতায়
- জাতীয় উদ্যান → ১৭টি

কৃষি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান

সদর দপ্তর	প্রতিষ্ঠান	পুরো নাম
জয়দেবপুর, গাজীপুর	CERDI	Central Extension Research and Development Institute
	SCA	Seed Certification Agency
	BRRI	Bangladesh Rice Research Institute
	BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
ফার্মগেট, ঢাকা	SRDI	Soil Resource and Development Institute
	BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
	SAIC	SAARC Agricultural Information Center
	IJSG	International Jute study Group
ময়মনসিংহ	BFRI	Bangladesh Fisheries Research Institute
	BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
সাভার, ঢাকা	BLRI	Bangladesh Livestock Research Institute
কুমিল্লা	BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
ঈশ্বরদী, পাবনা	BSRTI	Bangladesh Sugarcane Research and Training Institute
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	BTRI	Bangladesh Tea Research Institute
নাইরোবি, কেনিয়া	UNEP	United Nations Environment Programme
রোম, ইতালি	IFAD	International Fund for Agricultural Development
	FAO	Food and Agricultural Organization
ফিলিপাইন, ম্যানিলা	IRRI	International Rice Research Institute

কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান

১. ব্রিটিশ আমল

ক. **কৃষি বিভাগ :** ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে।

খ. **কৃষি গবেষণা ল্যাবরেটরি :** ১৯০৯ সালে ঢাকার উপকণ্ঠ ফার্মগেটে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমান শেরেবাংলা নগর অঞ্চলে গবেষণার জন্য মনীপুরা ফার্ম করা হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান এখানেই দ্বিতীয় রাজধানী ঘোষণা করলে ফার্ম ও ল্যাবরেটরি জয়দেবপুরে নেওয়া হয়।

গ. **ধান গবেষণা কেন্দ্র :** ১৯৩২ সালে হবিগঞ্জে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে BRRI প্রতিষ্ঠার পর এটি তার একটি কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে।

ঘ. **কৃষি ইনস্টিটিউট :** ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা বর্তমান শেরে বাংলা নগরে কৃষি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে একে তার অধীনে নেওয়া হয়। ২০০১ সালে এটিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়।

২. পাকিস্তান আমল

ক. **ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র :** ১৯৫১ সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ. **চা গবেষণা কেন্দ্র :** ১৯৫৭ সালে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ. **পাট গবেষণা কেন্দ্র :** ১৯৫৭ সালে বর্তমান শেরেবাংলা নগরে এটি গড়ে তোলা হয়।

ঘ. **IRRI:** ১৯৬০ সালে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঙ. **বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (BADC):** ১৯৬১ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

চ. **কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় :** ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে এদেশের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ছ. **রেশম গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট :** ১৯৬২ সালে রাজশাহীতে গড়ে তোলা হয়।

জ. **BRRI:** ১৯৭০ সালে জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩. বাংলাদেশ আমল

ক. সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → ময়মনসিংহ
২. শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → ঢাকা
৩. বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → জয়দেবপুর
৪. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → সিলেট
৫. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → খুলনা

খ. BINA (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture): ১৯৭২ সালে ঢাকার আনবিক গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি পারমাণবিক গবেষণা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (INA) প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (BINA)' হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এটি ছানান্তর করা হয়। BINA ধানসহ নানা ধরনের উন্নত কৃষি ফসলের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা করে।

গ. তুলা উন্নয়ন বোর্ড : ১৯৭২ সালে দেশে তুলার চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

ঘ. জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ১৯৭২ সালে 'জুট অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে প্রাক্তন জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে 'জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামে পুনর্গঠন করা হয়।

ঙ. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC): ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। এটি কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এটি গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন স্বনামখ্যাত কৃষিবিদ ড. কাজী বদরুদ্দোজাকে।

চ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : ১৯৭৩ সালে President's order No 27 of 1973-এর মাধ্যমে কৃষি ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ছ. বঙ্গবন্ধু পুরস্কার : ১৯৭৩ সালে President's order No 29 of 1973-এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কৃষি খাতে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন, কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করার জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়।

জ. প্রকৃচি : ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ছাত্র-জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও ডাক্তারদের জন্য ক্যাডার সার্ভিস ও বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে সমমর্যাদা দেন এবং তা কার্যকর করেন। তার এই অবদান স্মরণীয় করে রাখতে ২০১১ সাল থেকে কৃষিবিদরা ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'কৃষিবিদ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছেন।

ঝ. বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BARI): ১৯৭৬ সালে জয়দেবপুরে BARI প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি BARI ধান ছাড়াও অন্যান্য উন্নত কৃষি ফসল উদ্ভাবনে গবেষণা করে।

নীল বিপ্লব : খাদ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি) বাংলাদেশে পুকুরে মাছ চাষকে 'নীল বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছে। কারণ বাংলাদেশের উৎপাদিত মাছের ৫৬% এখন আসছে পুকুর থেকে।

ফসল বোনা ও কাটা

- **বোরো ধান :** অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রোপণ করা হয় এবং বৈশাখ মাসে কাটা হয়।
- **আউশ ধান :** বৈশাখ মাসে বোনা হয় এবং শ্রাবণ মাসে কাটা হয়।
- **আমন ধান :** বৈশাখ মাসে বোনা হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রোপণ করা হয়। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়।
- **রবিশস্য :** কার্তিক মাসে বোনা হয় এবং ফাল্গুন মাসে তোলা হয়।

উফশী (উচ্চফলনশীল)

১৯৬৮ সালে IRRI বাংলাদেশে উফশী জাতের ধান উৎপাদন শুরু করে। তখন থেকে লোকমুখে এ ধানের নাম হয় ইরি ধান। তবে বাংলাদেশে ধান ৩ প্রকার। যথা– ১. আউশ; ২. আমন; ৩. বোরো। সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় বোরো, দ্বিতীয় আমন এবং তৃতীয় আউশ।

সবুজ বিপ্লব

ম্যালথাসবাদ মোতাবেক এক সময় পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল গাণিতিক হারে। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী অনিবার্য খাদ্যের অভাব দেখা দেবে। এ বাস্তবতায় ১৯৬০ সালে FAO "World Food Congress" আয়োজন করে। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য রাখা হয়– 'Freedom from Hunger' বা 'ক্ষুধা থেকে মুক্তি'। এই সম্মেলনে FAO বিশ্বের বড় বড় কৃষিবিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানায়। FAO বিজ্ঞানীদের দ্রুত উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্যের জাত উদ্ভাবনে আহ্বান জানায়। FAO-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী 'নরম্যান বোরলাগ' খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট নতুন জাত উদ্ভাবন করেন। এ আবিষ্কারের জন্য তাকে ১৯৭০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭০-এর দশকে এ নতুন জাত ব্যবহার করে খাদ্যশস্যের যে ব্যাপক উৎপাদন বেড়ে যায় তাকে সবুজ বিপ্লব বলে। নরম্যান বোরলাগকে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয়।

জীবনরহস্য উন্মোচন

- পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার করেছেন → ড. মাকসুদুল আলম
- ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন → ড. মাকসুদুল আলম
- ইলিশের জীবনরহস্য আবিষ্কার করেছেন → ড. মো. সামছুল আলমের নেতৃত্বে ড. মো. বজলুর রহমান মোল্লা, ড. মো. শহিদুল ইসলাম ও ড. মুহা. গোলাম কাদের খান
- জাতীয় ফল কাঁঠালের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন → অধ্যাপক তোফাজ্জল ইসলাম নেতৃত্বে এক দল গবেষক
- মহিষের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন → মো. মনিরুজ্জামানের নেতৃত্ব গবেষক দল
- ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের জীবনরহস্য উন্মোচন → জুনায়েদ সিদ্দিকী

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাটি → দোআঁশ মাটি
- কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? → মৌলভীবাজার
- 'হাঁড়িভাঙা' নাম কোন ফলের? → আম
- বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার করেছেন? → ড. মাকসুদুল আলম
- 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কীসের নাম? → উন্নত জাতের গমের নাম
- 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' কী? → উন্নত জাতের ভুট্টা
- বাংলাদেশে চা বোর্ড কোথায় অবস্থিত? → চট্টগ্রাম
- ইরাটম কী? → উন্নত জাতের ধান
- বাংলাদেশে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থান → বগুড়া
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্পের নাম → তিস্তা সেচ প্রকল্প
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় → ফরিদপুর
- সোনালি আঁশের দেশ → বাংলাদেশ
- বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ হয় → সিলেটের মালনী ছড়ায়
- বাংলাদেশের কোন জেলা চায়ের জন্য বিখ্যাত? → সিলেট
- বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' কোনটি? → চিংড়ি
- 'সোনালি আঁশ বলা হয় কোনটিকে? → পাট
- 'মধুবালা' নামটি কী জন্য বিখ্যাত? → হলদে জাতের তরমুজ
- বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর → গাজীপুর
- BADC-এর কাজ কী? → কৃষি উন্নয়ন
- পানিতে সহনীয় মাত্রায় আর্সেনিকের পরিমাণ → ০.০১ মিগ্রা/লি.
- টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের কোন নদীর উজানে নির্মিত? → বরাক
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?→ কাপ্তাই
- বাংলাদেশের 'কৃষি দিবস' → পহেলা অগ্রহায়ণ
- কাটারিভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা → দিনাজপুর
- নদী ছাড়া 'মহানন্দা' কী? → আম

- টিপাইমুখ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত? → মণিপুর
- কোন বছর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে? → ১৯৬৫
- ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? → চাঁদপুরে
- ইলিশের বাড়ি কোন জেলাকে বলা হয়? → চাঁদপুর
- বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড কী? → চিংড়ি
- বাংলাদেশের নিম্নলিখিত (হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ) জেলাসমূহের মধ্যে কোন জেলায় নিচু ভূমির (Low land) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি? → কিশোরগঞ্জ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র → হালদা নদী
- রোপা আমন কাটা হয় → অগ্রহায়ণ-পৌষে
- 'বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি' বলা হয় কোন জেলাকে? → ঠাকুরগাঁও
- দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত 'লাহিড়ীমোহন হাট' বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? → পাবনা
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কী? → কৃষি
- বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার → ময়মনসিংহে
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে → UNESCO
- 'জাটকা' বলতে কত সেমি. কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ বোঝায়? → ৯" বা ২৩ সেমি.
- কোন প্রাণীকে 'র‍্যাক বেঙ্গল' বলা হয়? → ছাগল
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি কোনটি? → পার্বত্য চট্টগ্রাম বনাঞ্চল
- কোন গাছের কাঠ দিয়ে দিয়াশলাই কাঠি তৈরি হয়? → গেওয়া
- কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন? → ২৫ শতাংশ
- বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি দেশের মোট জ্বালানির কত ভাগ পূরণ করে? → শতকরা ৬০ ভাগ
- পেন্সিল তৈরিতে কোন গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়? → ধুন্দল
- দেশের কোন বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয়? → পার্বত্য বনাঞ্চল
- মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ → শাল
- বাংলাদেশে দীর্ঘতম গাছ → বৈলাম
- বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি শাল গাছ আছে? → ভাওয়াল
- 'বাওয়ালি' কারা? → সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহকারী
- সুন্দরবনের বাঘ গণনায় কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়? → পাগ-মার্ক
- সুন্দরবন ইউনেস্কো ঘোষিত কততম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ? → ৭৯৮তম
- বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন → ২,৪০০ বর্গমাইল
- সুন্দরবন কোন নদীর তীরে অবস্থিত? → শিবসা
- সুন্দরবন কী ধরনের বন? → ম্যানগ্রোভ
- বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে? → সুন্দরবন
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন কোনটি? → সুন্দরবন
- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের নামানুসারে বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এ বনের অপর নাম → বাদাবন
- বাংলাদেশের সুন্দরবন কোন রকমের বন? → চিরহরিৎ
- 'ম্যানগ্রোভ' কী? → উপকূলীয় বন
- সুন্দরবনে কোন বন্য প্রাণীটি পাওয়া যায় না? → হাতি
- কোন বৃক্ষটি সুন্দরবনে পাওয়া যায় না? → গামার
- সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে? → ৬০%-এর একটু বেশি
- সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত? → সুনামগঞ্জ
- দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোথায়? → কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
- বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্কটি কোথায় অবস্থিত? → সীতাকুণ্ড
- 'ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান' কত সালে প্রতিষ্ঠিত? → ১৯৮২

সেল্ফ টেস্ট-১৩ (বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ)

১. বাংলাদেশের সর্বশেষ 'কৃষিশুমারি' করা হয় কোন সালে?
ক ২০০৮ খ ২০১৮ গ ২০০৯ ঘ ২০১৯

২. প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান–
ক BARI খ BRRI গ BADC ঘ BINA

৩. 'বর্ণালী' এবং 'শুভ্র' কী?
ক উন্নত জাতের ভুট্টা খ উন্নত জাতের আম
গ উন্নত জাতের গম ঘ উন্নত জাতের চাল

৪. বা. অ. স. ২০২৪ মতে, বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে কৃষি খাতের অবদান?
ক ৪৫ .০% খ ৪০.৩%
গ ৪০.০% ঘ ৪৫.৩৩%

৫. কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কোনটি?
ক পলিমাটি খ বেলে মাটি
গ এঁটেল মাটি ঘ দোআঁশ মাটি

৬. 'হাঁড়িভাঙা' নাম কোন ফলের?
ক কলা খ পেঁপে
গ আম ঘ লিচু

৭. বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার করেছেন?
ক অধ্যাপক আবদুল সালাম খ ড. মতিন পাটোয়ারী
গ ড. শমশের আলী ঘ ড. মাকসুদুল আলম

৮. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কীসের নাম?
ক উন্নত ও কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ উন্নত জাতের ধানের নাম
গ দুটি কৃষিবিষয়ক বেসরকারি সংস্থার নাম
ঘ উন্নত জাতের গমের নাম

৯. বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' কোনটি?
ক ইলিশ খ পাট গ রুপা ঘ চিংড়ি

১০. 'সোনালি আঁশ' বলা হয় নিচের কোনটিকে?
ক চা খ তুলা গ পাট ঘ ধান

১১. ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান কততম?
ক ২য় খ ৩য় গ ৪র্থ ঘ ৫ম

১২. বাংলাদেশের 'চা গবেষণা কেন্দ্র' কোথায় অবস্থিত?
ক ঢাকায় খ বগুড়ায়
গ শ্রীমঙ্গলে ঘ চট্টগ্রামে

১৩. কোন জেলাকে 'ইলিশের বাড়ি' বলা হয়?
ক ভোলা খ বরিশাল
গ চাঁদপুর ঘ রাজবাড়ী

১৪. সুন্দরবন ইউনেস্কো ঘোষিত কততম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ?
ক ৫২২তম খ ৬২০তম
গ ৭৯৮তম ঘ ৮৯৮তম

১৫. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কী?
ক কাস্টমস খ আয়কর
গ কৃষি ঘ ভ্যাট

লেকচার-১৪
বাংলাদেশের জনসংখ্যা

আলোচ্য বিষয় : আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত।

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলি. প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস

- বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম? → বরিশাল
- মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী? → সাংগ্রাই
- মাতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন কোন জাতিসত্তায় রয়েছে? → গারো

৪৫তম বিসিএস

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'মনিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে? → সিলেট
- বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহ গণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়? → ১৫ জুন থেকে ২১ জুন ২০২২

৪৪তম বিসিএস

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা → ৫০ [নোট : জনশুমারি অনুসারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০টি]
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়? → ১৯৭৪ সালে

৪৩তম বিসিএস

- নিপোর্ট (NIPORT) কী ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান? → জনসংখ্যা গবেষণা
- ওঁরাও জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে? → রাজশাহী-দিনাজপুর

৪২তম বিসিএস

- প্রতিবছর কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়? → ২ ফেব্রুয়ারি

৪১তম বিসিএস

- কোন উপজাতিটির আবাসস্থল 'বিরিশিরি' নেত্রকোনায়? → গারো

৪০তম বিসিএস

- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৪ সালে
- 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে? → ময়মনসিংহ

৩৮তম বিসিএস

- বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয় → ১৯৭৪ সালে
- বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) → প্রয়োজন নেই [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে ২৭ জন]

৩৭তম বিসিএস

- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের অনুপাত → প্রয়োজন নেই
  → বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০:৯৬.৩
- সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশিদের গড় আয়ু → প্রয়োজন নেই
  [নোট : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৩ বছর]।
- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের Household প্রতি জনসংখ্যা → ৪.৪ জন (২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগননা অনুযায়ী– ৪ জন)
- যে বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক → বরিশাল
- যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই → সিলেট
  [নোট : হাজং উপজাতিদের বসবাস ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায়]।

৩৬তম বিসিএস

- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় → ১৯৭৪ সালে
- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম → পাঙন
- বাংলাদেশে বয়স্কভাতা চালু হয় → ১৯৯৮ সালে

৩৫তম বিসিএস

- বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → ৭ম [নোট : বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান– ৮ম]
- খাসিয়া গ্রামগুলো যে নামে পরিচিত → পুঞ্জি
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী গড় সাক্ষরতার হার → ৫৭.৯% [বা.অ.স. ২০২৪ অনুযায়ী ৭৭.৯%]

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

- 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা' → সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর → ১৮
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয় → ১৯৭৬ সালে
- বর্তমানে বাংলাদেশের ১ নম্বর জাতীয় সমস্যা → জনসংখ্যা
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় স্লোগান → 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি সন্তান হলে ভালো হয়'
- একটি দেশের জনসংখ্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করার পদ্ধতিকে বলা হয় → আদমশুমারি;
- বাংলাদেশে আদমশুমারি পরিচালনা করে → বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
- উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় → ১৮৬১ সালে (লর্ড ক্যানিংয়ের সময়)
- বাংলাদেশে মোট আদমশুমারি → ৬টি

৬টি আদমশুমারির ফলাফলে প্রাপ্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা

অবস্থান	সাল	জনসংখ্যা (কোটি)	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব
প্রথম	১৯৭৪	৭.৬৪	২.৭১	৪৯৭
দ্বিতীয়	১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬	৬০৫
তৃতীয়	১৯৯১	১১.১৪	২.১৭	৭৫৫
চতুর্থ	২০০১	১২.৯২	১.৪৮	৮৩৪
পঞ্চম	২০১১	১৪.৯৮	১.৩৭	১,০১৫
ষষ্ঠ	২০২২	১৬. ৫১	১.২২	১,১১৯

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

এই শুমারির বৈশিষ্ট্য : এই শুমারির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

- Geographic Information System (GIS) ও Geocode সমন্বয় করে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল ম্যাপের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও সহজভাবে গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ;
- ডিজিটাল ডিভাইস ট্যাবলেট ব্যবহার করে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহ;
- সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে TIER IV Security সমৃদ্ধ ডাটা সেন্টারের ব্যবহার, যেখানে তথ্য হ্যাকিং প্রতিরোধে Multilayer Firewall ব্যবহার করা হয়েছে;
- ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত সকল তথ্য encrypted অবস্থায় সার্ভারে প্রেরণ;
- শুমারির যাবতীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক Integrated Census Management System (ICMS) এর ব্যবহার;
- মাঠপর্যায়ের তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম রিয়েল টাইম মনিটরিংয়ের পাশাপাশি তথ্যের গতিবিধি সরাসরি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে Network Operations Centre (NOC) স্থাপন, যা তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর গণনা পদ্ধতি : জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী জনশুমারি মূলত নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালনা করা হয়।

- **ডি-জুরি (de jure) পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুধু তাদের সচরাচর বাসস্থানে গণনাভুক্ত করা হয়।
- **ডি-ফ্যাক্টো (de facto) পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করা হয়।
- **মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে খানার সদস্যগণকে শুমারি মুহূর্তে তাদের অবস্থানে গণনাভুক্ত করার পাশাপাশি শুমারি মুহূর্তে যারা ভ্রমণরত, হাসপাতাল ও হোটেলে থাকবেন বা কর্মরত থাকবেন তাদের নিজ নিজ খানায় গণনাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (modified de facto) পদ্ধতি অনুসারে পরিচালনা করা হয়েছে।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান

- জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → অষ্টম; এশিয়ায়– পঞ্চম; মুসলিম বিশ্বে– চতুর্থ; সার্কভুক্ত দেশে– তৃতীয়
- জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুসারে শিশু (১৮ বছরের নিচে) কিশোর-কিশোরী (১৪-১৮) বছর।
- বাংলাদেশি বলতে মূলত বাংলাদেশে বসবাসকারী জাতিকে কিংবা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের বাসিন্দাকে নির্দেশ করে।
- বাঙালি জাতি হলো বঙ্গদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়, যাদের ইতিহাস অন্তত চার হাজার বছর পুরোনো। এদের মাতৃভাষা বাংলা।
- একজন বাংলাদেশি পুরুষ বৈবাহিক সূত্রে একজন বিদেশি নারীকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশি নারী কোনো বিদেশি পুরুষকে বৈবাহিক সূত্রে নাগরিকত্ব দিতে পারে না।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম National Institute of Population Research & Training। প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত আজিমপুরে। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি পাসিংপাড়া, কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি।
- বাংলাদেশে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় → ২৪ আগস্ট ২০০৪
- জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস পালিত হয় → ৩ জুলাই (২০০৭ সালে প্রথম পালিত হয়)
- ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে → জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪)
- ম্যালথাসের মতে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে যে হারে → গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি পাসিংপাড়ার উচ্চতা → ৩,০৬৪ ফুট
- পাসিংপাড়া কী → কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা → ঢাকা, কম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা → বান্দরবান
- বাংলাদেশে প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশু (অন্বরা) জন্মগ্রহণ করে → ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স → ০-১৮ বছর
- কোনো দেশের জনসংখ্যা অতিক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় → জনসংখ্যা বিস্ফোরণ
- বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন বা সংশোধন কেন্দ্র → ৩টি (২টি কিশোরদের, ১টি কিশোরীদের)
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় কিশোর অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত → টঙ্গী, গাজীপুর
- প্রথম জাতীয় কিশোরী অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত → কোনাবাড়ী, গাজীপুর
- দ্বিতীয় জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র → পুলেরহাট, যশোর
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা → ৭-১৬ বছর
- HNPSP-এর পূর্ণ রূপ → Health, Nutrition and Population Section Programme (স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি)
- 'NPC'-এর পূর্ণ রূপ → National Population Council (জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ)
- মেগাসিটি হলো → এক কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা
- বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় বাংলাদেশ (ঢাকা) প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় → ১৯৮০ সালে
- মেটাসিটি হলো → ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা
- **BNNC:** পূর্ণ রূপ Bangladesh National Nutrition Council. গঠিত হয় ২৩ এপ্রিল ১৯৭৫। অবস্থান মোহাম্মদপুর, ঢাকা। সভাপতি প্রধানমন্ত্রী।
- **জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল :** একটি প্রকল্প যা দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৫ নভেম্বর ১৯৭৫-এর যাত্রা শুরু হয়।

জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

- বাংলাদেশ সংবিধানের ২৩ক নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে → উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা।
- উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়টি সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছে।
- সংবিধানের (২৩ক) অনুচ্ছেদটি হলো → রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
- বর্তমানে আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায় → ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে
- বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি → চাকমা
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি → মারমা
- সমতলে সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি → সাঁওতাল
- বাংলাদেশের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা → ৩৪টি
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে যতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণের উল্লেখ আছে → ২৭টি
- সর্বাধিক উপজাতি বাস করে → পার্বত্য চট্টগ্রামে
- পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি বাস করে → ১১টি
- আদিবাসী ও উপজাতীয়দের জীবনধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লিখেছেন → আব্দুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)
- সবচেয়ে কম অধিবাসীর উপজাতি → খুমি ও চক
- বহুপতি গ্রহণকারী উপজাতি → টোডা
- ঢাকা শহরে তেজগাঁও এলাকায় এক সময় যে উপজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ছিল → মণিপুরী
- উপজাতীয়দের যত শতাংশ লোক শহরে বাস করে → প্রায় ৪০%
- প্রকৃতি পূজারি উপজাতি → মুণ্ডা ও রাজবংশী
- একমাত্র জড়োপাসক উপজাতি → ওঁরাও
- বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতি → ডালু ও মণিপুরী
- উপজাতীয় বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় → বৈসাবি
- বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিঝুর আদ্যক্ষর/সংক্ষিপ্ত রূপ → বৈসাবি
- মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমতল এলাকায় → রাখাইন নামে পরিচিত
- মগ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পাহাড়ি এলাকায় → মারমা নামে পরিচিত
- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুসলমান → পাঙন
- ফেবো কী? → চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাস
- যে উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে → হাজং
- মগদের আদিনিবাস ছিল → আরাকান (মিয়ানমার)
- মঙ্গোলীয় উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক → মগরা
- রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব → বুদ্ধপূর্ণিমা

- Samwng (সামৌং) কী? → ত্রিপুরাদের ভোজানুষ্ঠান
- বাংলাদেশে যে উপজাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি → চাকমা
- 'মণিপুরী নাচ' যে অঞ্চলের → সিলেট
- বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসী নয় → চাকমা
- গারোদের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতি → জুমচাষ
- পাঙনরা যে ভাষায় কথা বলে → মৈতে মণিপুরীদের ভাষায়
- খিয়াংরা ঈশ্বরকে বলে → হ্লাদাগা
- বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি → খাসিয়া এবং গারো
- বাংলাদেশের পিতৃপ্রধান উপজাতি → মারমা, হাজং, সাঁওতাল
- ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলনকারী জুমিয়া নেতা → জুম্মা খান
- মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র উপজাতীয় বীরবিক্রম → ইউ কে চিং মারমা (দেশের একমাত্র আদিবাসী বা উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা)
- উপজাতীয়দের মোট সংখ্যার ৪৩% → বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী
- প্রধান উপজাতি গোষ্ঠী চাকমাদের অধিকাংশই → বৌদ্ধ (৪৩.৭%)
- বাংলাদেশে বাস নেই– এমন উপজাতি → ককেসীয়, জুলু, নাগা, মুর, শেরপা, কুর্দী, মাত্তরি, পিগমী, নিগ্রো, টোডা, আফ্রিদি প্রভৃতি
- 'শাদ্‌রি' ভাষায় কথা বলে বাংলাদেশের → 'ওঁরাও' উপজাতি/নৃগোষ্ঠীরা
- বাংলাদেশের যে জাতিসত্তার ভাষার নাম 'মান্দি খুসিক' → গারো
- 'মগ'দের ধর্মীয় ভাষা → পালি
- উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষা → কুরুক
- গারোদের ভাষার নাম → মান্দি
- বাংলাদেশে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই → সাঁওতাল
- বিজু উৎসব পালন করা হয় ৩ দিন
- 'কঠিন চীবরদান' বৌদ্ধ ধর্মের একটি ধর্মীয় আচার এবং উৎসব। বান্দরবানের 'রাজবন' বিহার কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এটি পালিত হয়।
- চাকমা, মারমা ও রাখাইন উপজাতিরা *'কঠিন চীবরদান'* উৎসব পালন করে।
- 'নির্বাণ' ধারণাটি → বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট
- 'বিষু' উৎসবটি → তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর
- *'কঠিন চীবরদান'* অনুষ্ঠানটি যে অঞ্চলে প্রধানত পালন করা হয় → পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানানোর সর্ববৃহৎ উৎসবের নাম → বৈসাবী
- খাসিয়া গ্রামগুলো যে নামে পরিচিত → পুঞ্জি
- সাঁওতালদের গ্রামপ্রধানকে বলা হয় → মাঝি (সঠিক উচ্চারণ মাঞ্জঝি)
- চাকমা, রাখাইন ও মণিপুরী নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে।
- সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে; কিন্তু নিজস্ব বর্ণমালা নেই।
- বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা → ৫০টি

বাংলাদেশের ৫০টি উপজাতির নাম

১.	ওঁরাও	১৮.	গুর্খা	৩৫.	বানাই
২.	কোচ	১৯.	মুন্ডা	৩৬.	বড়াইক
৩.	কোল	২০.	ম্রো	৩৭.	বেদিয়া
৪.	খাসিয়া/খাসি	২১.	রাখাইন	৩৮.	ভিল
৫.	খিয়াং	২২.	লুসাই	৩৯.	ভূমিজ
৬.	খুমি	২৩.	সাঁওতাল	৪০.	ভুঁইমালী
৭.	গারো	২৪.	হাজং	৪১.	মালো/ঘাসিমালো
৮.	চাক	২৫.	মাহাতো	৪২.	মাহালী
৯.	চাকমা	২৬.	কন্দ	৪৩.	মুসহর
১০.	ডালু	২৭.	কড়া	৪৪.	রাজোয়াড়
১১.	তনচংগা	২৮.	গন্ধ	৪৫.	লোহার
১২.	ত্রিপুরা	২৯.	গড়াইত	৪৬.	শবর
১৩.	পাংখোয়া/ পাংখো	৩০.	পাহাড়ী/ মালপাহাড়ী	৪৭.	খারওয়ার/ খেড়োয়ার
১৪.	বম	৩১.	তেলী	৪৮.	হো
১৫.	বর্মণ	৩২.	তুরি	৪৯.	খারিয়া/খাড়িয়া
১৬.	মণিপুরী	৩৩.	পাত্র	৫০.	হুদি
১৭.	মারমা	৩৪.	বাগদী		

উপজাতিদের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান

ক্র.নং	উপজাতি	বাংলাদেশে অবস্থান	
১.	চাকমা (চাঙমা)	খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার	
২.	ত্রিপুরা (টিপরা)	খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান	
৩.	মণিপুরী	সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার আসাম-পাহাড় অঞ্চলে	
৪.	গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোনা	
৫.	হাজং	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা	
৬.	পাঙন	মৌলভীবাজার	
৭.	খাসিয়া	সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈন্তিকা পাহাড়ে	
৮.	সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর	
৯.	লুসাই	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি	
১০.	মগ (মারমা + রাখাইন)	মারমা	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে), খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি
		রাখাইন	পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার
১১.	বনজোগী (বম)	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান	
১২.	তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	
১৩.	পাংখোয়া	বান্দরবান ও রাঙামাটি	
১৪.	ম্রো (মুরং/মারুসা)	বান্দরবান	
১৫.	চাক	বান্দরবান	
১৬.	খুমি	বান্দরবান	
১৭.	খিয়াং	বান্দরবান	
১৮.	রাজবংশী	রংপুর	
১৯.	মুণ্ডা	সিলেট	
২০.	ওঁরাও	দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া	

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম

ক্র.নং	ধর্ম	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
১	বৌদ্ধ	চাকমা, চাক, মারমা, খিয়াং, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, ম্রো (নিজস্ব ধর্মের নাম ক্রামা, ঈশ্বরের নাম তোরাই এবং প্রবর্তকের নাম ক্রিংমিডি)
২	সনাতন	পাংখোয়া, নুনিয়া, পলিয়া, পাহান, ভুঁইমালী, মাহাতো, মুশহর, রবিদাস, রানা কর্মকার, লহরা, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, নায়েক, পাত্র, বর্মণ, বীন, বোনাজ, শবর, হাজং, হালাম, ত্রিপুরা
৩	প্রকৃতি পূজারি	মুণ্ডা, রাজবংশী
৪	খ্রিষ্টান	বম, লুসাই, মাহালী, খাসিয়া, গারো
৫	ইসলাম	পাঙন
৬	জড়োপাসক	ওঁরাও
৭	বৈষ্ণব	ডালু, মণিপুরী

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি (বাংলাদেশের প্রথম)	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৬

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙামাটি	১৯৭৮
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	রাজশাহী	
রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১ জুলাই ১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৪

- বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত → বৃহত্তর ময়মনসিংহে
- বাংলাদেশে বর্তমানে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান → ৮টি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	উৎসব
চাকমা	বিজু, ফাল্গুনী পূর্ণিমা	রাখাইন	সাংগ্রাই/জলকেলি
মারমা	সাংগ্রাই (পানিখেলা বা জলউৎসব)	ত্রিপুরা	বৈসুক
গারো	ওয়ানগালা	তঞ্চঙ্গ্যা	বৈসুক
সাঁওতাল	সোহরায়, বাহা, ঝুমুর নাচ	মুরং	ছিয়াছত
ওঁরাও	কারাম	মণিপুরী	মহারাসলীলা

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এবং শান্তি বাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন	২৭ মে ১৯৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের মর্যাদা	প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন
সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
পাহাড়ি জনগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

উপজাতি বিদ্রোহ

উপজাতীয় বিদ্রোহ	সময়
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬
চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ	১৭৭৬-১৭৮৭
গারো জাগরণ ও বিদ্রোহ	১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩, ১৮৩৭-৮২
ত্রিপুরা বিদ্রোহ	১৮৪৪-৯০

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম → পাঙন
- যে জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক → চাকমা
- চাকমা উপজাতিরা প্রধানত যে ধর্মাবলম্বী → বৌদ্ধধর্ম
- বাংলাদেশের ত্রিপুরা আদিবাসী গোষ্ঠী যে ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী → হিন্দু ধর্ম
- গারোদের উর্বরতার দেবতার নাম → সালজং
- বাংলাদেশের যে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতি মাতৃসূত্রীয় → গারো
- খাগড়াছড়ির আদিবাসী রাজা যে নামে পরিচিত → বোমাং রাজা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিজু উৎসবটি কখন পালিত হয়? → পহেলা বৈশাখে
- মারমা উপজাতির পারিবারিক কাঠামো → পিতৃতান্ত্রিক
- খাসিয়া উপজাতীয়রা কোন জেলায় অধিক সংখ্যায় বাস করে? → সিলেট
- কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম? → পাঙন
- কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা বাড়িতে অতিথি এলে পান সুপারি ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করে? → খাসিয়া
- হাজংদের অধিবাস কোথায়? → ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি? → সাঁওতাল
- বাংলাদেশের বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী কোনটি? → চাকমা
- 'ওয়ানগালা' উৎসব কাদের? → গারোদের
- পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যে বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করে তাকে কী বলা হয়? → জুম
- মণিপুরী উপজাতি কোন জেলায় বাস করে? → সিলেট
- ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম কী? → মান্দি
- চাকমা সম্প্রদায় কোন জেলার অধিবাসী? → রাঙামাটি
- মারমা জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব কী নামে পরিচিত? → সাংগ্রাই
- টংক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট → হাজং
- 'হুইয়াল' হলো → যারা বাঁশ খড় দিয়ে ঘর বানায়
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা 'মাগুরা'র সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম কী? → বিকশিত
- 'সূর্যের হাসি' কীসের প্রতীক? → মা ও শিশু স্বাস্থ্য
- 'জীবনতরী' কী? → ভাসমান হাসপাতাল
- ট্রমা সেন্টার কী? → দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহতদের চিকিৎসার্থে মহাসড়কের পার্শ্বে নির্মিত চিকিৎসা কেন্দ্র
- Which company produces 'Savlon'? → Advanced Chemical Industries
- বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল হাসপাতালের নাম কী? → জীবন তরী
- বাংলাদেশকে 'জলবসন্তমুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয় কোন সালে? → ১৯৭৭
- 'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে? → ময়মনসিংহ
- 'টিপরা' উপজাতিরা যে অঞ্চলে বাস করে → খাগড়াছড়ি
- অধিকাংশ মণিপুরী নৃজাতিগোষ্ঠী বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বাস করে → সিলেট
- বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় → রোহিঙ্গা
- বাংলাদেশে বাস নেই– এমন উপজাতির নাম → মাওরি
- পার্বত্য চট্টগ্রামে যতটি উপজাতি বাস করে → ১১টি
- 'খিয়াং সম্প্রদায়' যেখানে বসবাস করে → পার্বত্য চট্টগ্রামে
- 'মগরা' বাংলাদেশের যেখানে বাস করে → বান্দরবান
- 'রাজবংশী' নামক আদিবাসীদের অবস্থান বাংলাদেশের যে জেলায় → রংপুর
- যে জনগোষ্ঠীর মূল আবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে নয় → খাসিয়া (সিলেট)
- সাঁওতালরা বসবাস করে না → চট্টগ্রামে
- সাঁওতালী ভাষা বাংলাদেশের যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় → রাজশাহী
- বাংলাদেশের সাঁওতালরা প্রধানত বাস করে → রাজশাহী ও দিনাজপুরে
- যে জেলায় রাখাইন জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি → কক্সবাজার [অপশন বিবেচনায়]
- 'রাখাইন' উপজাতিরা বাংলাদেশের যে জেলায় বাস করে → পটুয়াখালী
- 'মারমা' উপজাতিরা যে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করে → চিম্বুক পাহাড়
- ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম → মান্দি
- 'খাসিয়া উপজাতি' বাংলাদেশের যে জেলায় বাস করে → সিলেট

সেল্ফ টেস্ট-১৪ (বাংলাদেশের জনসংখ্যা)

১. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে

২. বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা' হয় কত সালে?
ক ২০২২ সালে খ ২০২০ সালে
গ ২০২১ সালে ঘ কোনোটিই নয়

৩. 'NIPORT' কী?
ক জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
খ পোলট্রি ফার্মবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গ নদীবন্দরবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ঘ বন্দরবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

৪. ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী, ২০২২ সালে ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ জনসংখ্যা?
ক ১৮.১১% খ ১৯.০১%
গ ১৯.১১% ঘ ২১.১১%

৫. 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪' অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?
ক ১৫.১৭ কোটি খ ১৬.৯৮ কোটি
গ ১৫.৮৯ কোটি ঘ ১৭.১ কোটি

৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুসারে, বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক ১,১৪০ জন খ ১,০৫৬ জন গ ১,০৭২ জন ঘ ১,১৭১ জন

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, জনগণের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত?
ক ৬০.৫ খ ৭০.৫ গ ৭০.৭ ঘ ৭২.৩

৮. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?
ক রাখাইন খ মারমা গ পাঙন ঘ খিয়াং

৯. খাসিয়া গ্রামগুলো কী নামে পরিচিত?
ক বারাং খ পাড়া গ পুঞ্জি ঘ মৌজা

১০. বাংলাদেশের বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী কোনটি?
ক সাঁওতাল খ রাখাইন গ মারমা ঘ চাকমা

১১. ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম কী?
ক কান্দি খ নান্দি গ মান্দি ঘ তান্দি

১২. মারমা জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব কী নামে পরিচিত?
ক বৈসুক খ সাংগ্রাই গ বিজু ঘ ওয়ানগালা

১৩. বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা কত?
ক ৪৭ খ ৪৯ গ ৪৮ ঘ ৫০

১৪. কোন সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯২৪ খ ১৯৩০ গ ১৯৪৬ ঘ ১৯৫৬

১৫. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের শতকরা হার কত?
ক ৬১.২ খ ৬২.১ গ ৬৩.৯ ঘ ৬৫.৬

লেকচার-১৫
বাংলাদেশের অর্থনীতি

আলোচ্য বিষয় : উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্বনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলি. প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সরকার কোন উৎস থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে? → মূল্য সংযোজন কর
- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ কয়টি ভৌগোলিক হটস্পট নির্ধারণ করা হয়েছে? → ৬
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে → ২০৪১

৪৪তম বিসিএস

- 'e-TIN' চালু করা হয় কত সালে? → ২০১৩ সালে
- কত সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনটি প্রবর্তন করা হয়? → ২০১২

৪৪তম বিসিএস

- বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি? → সেবা
- ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধির হার কত? → ৬.৯৪%
- বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে? → ১ জুলাই ২০১৫
- BSTI-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী? → Bangladesh Standards and Testing Institution

৪৩তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে? → মূল্য সংযোজন কর
- বাংলাদেশে কোনটি ব্যাংক নোট নয়? → ২ টাকা
- বাংলাদেশে কোন সালে বয়স্ক ভাতা চালু হয়? → ১৯৯৮
- 'সেকেন্ডারি মার্কেট কীসের সাথে সংশ্লিষ্ট? → স্টক মার্কেট
- একনেক (ECNEC)-এর প্রধান কে? → প্রধানমন্ত্রী

৪২তম বিসিএস

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কোন খাতে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি? → শিল্প

৪১তম বিসিএস

- বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়? → প্রবাসীদের পাঠানো remittance-এর মাধ্যমে

৪০তম বিসিএস

- ২০১৮ সালে বাংলাদেশের Per Capital GDP (nominal) কত? → প্রয়োজন নেই; (বর্তমানে বা.অ.স. ২০২৪ অনুযায়ী ২,৬৫৭ মার্কিন ডলার)
- Inclusive Development Index (IDI)-এর ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান কত? → দ্বিতীয় স্থান
- বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয় → ১৯৯১ সালে

৩৯তম বিসিএস [বিসিএস (স্বাস্থ্য)]

- বাংলাদেশের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য কত বরাদ্দ → ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা [২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা]

৩৮তম বিসিএস

- ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা → ৭.৪০% [৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২৫)- ৮.০%]
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল → প্রয়োজন নেই [বা. অ. স. ২০২৪ মতে গড় মূল্যস্ফীতি ৯.৩৪%]
- বাংলাদেশের জাতীয় আয় গণনায় দেশের অর্থনীতিকে ক'টি খাতে ভাগ করা হয় → ১৯টি

৩৭তম বিসিএস

- 'ট্যারিফ কমিশন' যে মন্ত্রণালয়ের অধীন → বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৩৬তম বিসিএস

- বাংলাদেশে বয়স্কভাতা চালু হয় → ১৯৯৮ সালে
- MDG-এর অন্যতম লক্ষ্য → ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা
- ECNEC-এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি → প্রধানমন্ত্রী

৩৫তম বিসিএস

- পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে মেয়াদে হবে → ২০১৬-২০২০
  → অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা → ২০২০-২০২৫

বাংলাদেশের অর্থনীতি

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা → মিশ্র প্রকৃতির
- 'সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা' → মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
- বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় → ১৯৯১ সালে
- অর্থনীতির জনক → Adam Smith, পল স্যামুয়েলসন → Classic Economics-এর জনক
- বাংলাদেশকে জাতিসংঘ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় → ১ জুলাই ২০১৫
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে → ১৫ মার্চ ২০১৮
- বাংলাদেশকে সর্ববৃহৎ সাহায্য দানকারী/দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশ → জাপান
- জাপানের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার নাম → জাইকা
- যে দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্ক নেই → ইসরাইল; বাংলাদেশের সাথে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে তাইওয়ানের
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদান করে যে গোষ্ঠী বা সংস্থা → IDA
- IDA সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য সারাবিশ্বে → Soft Loan Window নামে পরিচিত
- বাংলাদেশে সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা → ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে → যুক্তরাষ্ট্রে;
- বাংলাদেশ তৈরি পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে → যুক্তরাষ্ট্রে
- 'বেইল আউট' শব্দটি জড়িত → অর্থনীতিতে
- অর্থনীতিতে ডাম্পিং হলো → বিদেশে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার ধরতে উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি করা। আর অ্যান্টি ডাম্পিং হলো → সরকার কর্তৃক এ ধরনের কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করা

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫

৬ জুন ২০২৪ সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী দেশের ৫৩তম বাজেট পেশ করেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো–

- বাজেট → ৫৩তম (অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বাদে)
- শিরোনাম → 'সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকার
- বাজেট কার্যকর → ১ জুলাই ২০২৪
- মোট বাজেট → ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) → ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা
- জিডিপির প্রবৃদ্ধি → ৬.৭৫%
- মূল্যস্ফীতি → ৬.৫%
- করমুক্ত আয়সীমায় → ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে → ১ লাখ ১১ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা
- বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে আয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা।
- বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে → ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা
- বৈদেশিক ঋণ → বৈদেশিক ঋণ ৯০ হাজার ৭০০ কোটি টাক
- অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে →১ লাখ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হবে

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক নির্দেশকগুলো

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

- ভৌগোলিক ও জনমিতিক সাধারণ তথ্যাদি অবস্থান : ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা
  - ✓ আয়তন (বর্গ কিলোমিটার) → ১,৪৭,৫৭০
  - ✓ প্রমাণ সময় (জিএমটি) → +৬ ঘণ্টা
  - ✓ জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারি) → ১৩০.০
  - ✓ জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০১১ (শুমারি) → ১৫১.৭
  - ✓ জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০২৩ → ১৭১.০
  - ✓ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার (শতকরা), ২০২৩ → ১.৩৩
  - ✓ পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০২৩ → ৯৬.৩ : ১০০
  - ✓ জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গকিলোমিটার, ২০২৩ → ১,১৭১
- মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান
  - ✓ স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২৩ → ১৯.৪
  - ✓ স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২৩ → ৬.১
  - ✓ শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), (এক বছরের কম) ২০২৩ → ২৭
  - ✓ মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী মহিলা), ২০২৩ → ২.১৭
  - ✓ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%), ২০২৩ → ৬২.১
  - ✓ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর), ২০২৩ মোট → ৭২.৩
  - ✓ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর), ২০২৩ পুরুষ → ৭০.৮
  - ✓ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর), ২০২৩ মহিলা → ৭৩.৮
  - ✓ সাক্ষরতার হার → ৭৭.৯
  - ✓ সাক্ষরতার হার পুরুষ → ৮০.১
  - ✓ সাক্ষরতার হার নারী → ৭৫.৮
  - ✓ বিবাহের গড় বয়স, ২০২৩ পুরুষ → ২৫.৪
  - ✓ বিবাহের গড় বয়স, ২০২৩ মহিলা → ১৮.৮
- সামাজিক সেবা
  - ✓ সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০২৩ → ৯৮.২
  - ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ২০২৩ → ৯৩.৬৩
- শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান
  - ✓ মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +), (কোটি) → ৭.৩৫
  - ✓ পুরুষ → ৪.৮০, মহিলা → ২.৫৫
- মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে
  - ✓ কৃষি → ৪৫.০০%
  - ✓ শিল্প → ১৭.০০%
  - ✓ সেবা → ৩৮.০০%
- দারিদ্র্য পরিস্থিতি
  - ✓ দারিদ্র্যের হার (%)→ ১৮.৭
  - ✓ চরম দারিদ্র্যের হার (%)→ ৫.৬

- **মোট দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) (সাময়িক)**
  - ✓ চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা) → ৫০,৪৮,০২৭
  - ✓ স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা) → ৩৩,৯৭,২৩১
  - ✓ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা) → ৫.৮২
  - ✓ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (টাকা) → ৩,০৬,১৪৪
  - ✓ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার) → ২,৭৮৪
  - ✓ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা) → ২,৯৪,১৯১
  - ✓ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার) → ২,৬৭৫
- **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপির %),**
  - ✓ দেশজ সঞ্চয় → ২৭.৬১
  - ✓ জাতীয় সঞ্চয় → ৩১.৮৬
  - ✓ মোট বিনিয়োগ → ৩০.৯৮
  - ✓ সরকারি → ৭.৪৭
  - ✓ বেসরকারি → ২৩.৫১
- **বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০২৩-২৪ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)**
  - ✓ রপ্তানি আয়, এফওবি → ৪০,৮৭৫
  - ✓ আমদানি ব্যয়, এফওবি → ৪৫,৬২০
  - ✓ চলতি হিসাবের ভারসাম্য → ৫,৭৯৯
  - ✓ সার্বিক ভারসাম্য → – ৪৭৫৪
  - ✓ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ → ১৭,০৭৪
  - ✓ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (২১ মে ২০২৪ পর্যন্ত) → ২৪,০৯১
- **আর্থিক পরিসংখ্যান (২০২৩)**
  - ✓ মোট ব্যাংকের সংখ্যা → ৬১
  - ✓ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক → ৬
  - ✓ বিশেষায়িত ব্যাংক → ৩
  - ✓ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক → ৪৩
  - ✓ বৈদেশিক ব্যাংক → ৯
  - ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান) → ৩৫
- **মূল্যস্ফীতি (%), এপ্রিল ২০২৩ (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)**
  - ✓ সাধারণ → ৯.৭৪
  - ✓ খাদ্য → ১০.২২
  - ✓ খাদ্যবহির্ভূত → ৯.৩৪
- **বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০২৩-২৪ (জুলাই-মার্চ)**
  - ✓ টাকা/মার্কিন ডলার → ১০৯.৯৬

[উৎস : অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]

২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা

- ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে;
- ২০২১ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে;
- গত ১৪ বছরে দেশে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশের বেশি; ইউরোপের Think Tank, Spectator Index অনুযায়ী কোভিড-পূর্ববর্তী ১০ বছরে (২০০৯ থেকে ২০১৯) বাংলাদেশ ১৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সারা বিশ্বে প্রথম স্থানে অবস্থান করেছে;
- কোভিডকালীন বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যখন ঋণাত্মক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তখন বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ কোভিড-পরবর্তী বছরেই উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৯৪ ও ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়;
- স্বাধীনতার পর মাত্র ৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপি নিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। আটত্রিশ বছর পর ২০০৯ সালে জিডিপি ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৪ বছরে জিডিপির আকার ২০০৯-এর তুলনায় চার গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৬০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়;
- জিডিপির আকার অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ সময়ে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের ৬০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ১৪ বছরের ব্যবধানে দেশ আজ বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Centre for Economics and Business Research-এর ডিসেম্বর ২০২২ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩৭ সালে বিশ্বের ২০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে;
- ২০০৭ সালের জরিপে দেশে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ। গত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকার নতুন ২ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে এখন মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ১১ লক্ষ জনে;
- বেকারত্বের হার ২০১০ সালের ৪.৫ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে;
- কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৬ সালের ৩৬.০ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে;
- পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে চার গুণের বেশি বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে;
- অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলে বঙ্গবন্ধুর দর্শন অর্থাৎ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১৫ শতাংশ, এবং সপ্তম পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০) মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৪৭ শতাংশ হয়েছে;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন শেষে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রূপান্তরের স্মার্ট ভিত রচিত হচ্ছে;
- মাথাপিছু আয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৬৮৬ মার্কিন ডলার হতে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে;
- দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ হতে অর্ধেকেরও বেশি কমে ২০২২ সালে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে অতি দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়ে ৫.৬ শতাংশ হয়েছে;
- ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২.৩ শতাংশ। গত ১৪ বছরে সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, করোনা মহামারি ইত্যাদির মাঝেও সরকার ধারাবাহিকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ সময়ে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬.৭৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরেও গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.১৫ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের ওপর এর প্রভাব প্রশমনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে;
- ২০০৭-০৮ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৬.১ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যেত। বর্তমান রিজার্ভের পরিমাণ ২৯.৯৭ বিলিয়ন ডলার, যা সাড়ে চার মাসের বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট;
- বাজেটের আকার ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৭৯ হাজার ৬১৪ কোটি টাকার তুলনায় সাড়ে ৯ গুণের বেশি বৃদ্ধি করে আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৯ গুণ বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২৭ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে;

- প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না' কর্মসূচির আওতায় দেশের ৯টি জেলা ও ২১১টি উপজেলা গৃহহীন মুক্ত হয়েছে। অচিরেই অন্য জেলাগুলো গৃহহীন মুক্ত হবে;
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমাবিষয়ক আইনি বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক এলাকা, এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানসহ মোট ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর বাংলাদেশের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ সুনীল অর্থনীতিকেন্দ্রিক বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে;
- রূপকল্প ২০২১-এর প্রত্যয় অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ঘাটতি দূর করা হয়েছে এবং দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে;
- ২০০৮ সালে ধান উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা প্রায় ৩২ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়েছে;
- প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। এছাড়া, গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট স্থাপন, মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা, উপজেলা শহরে ব্যাংকের এটিএম বুথ নির্মাণ ইত্যাদি উদ্যোগের ফলে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সেবা সহজলভ্য হয়ে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ১৮.৪ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২.৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে;
- চলমান ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেগা প্রকল্প দেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ভিত্তি মজবুত করে চলেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল চালু হয়েছে;
- পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

সামাজিক খাতে অগ্রগতি

- অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক চলকগুলোর পার্শ্ববর্তী ও সমজাতীয় দেশগুলোরর তুলনায় বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন;
- সফলভাবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মকৌশলকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোরর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে;
- ২০০৮ সালে ১ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার ছিল প্রতি হাজারে ৪১ জন। এ হার অর্ধেক হ্রাস পেয়ে ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ২২ জনে নেমে এসেছে;
- মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের ৩৪৮ জন (প্রতি লক্ষ জীবিত জনে) হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৬৮ হয়েছে;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের প্রতি হাজারে ৬৮ জন থেকে কমে ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ২৮ জন হয়েছে;
- প্রসবকালীন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ২০০৪ সালের ১৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৭.৯ শতাংশ হয়েছে;
- সুপেয় পানির কাভারেজ বর্তমানে প্রায় ৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে; স্যানিটেশনের কাভারেজ বর্তমানে প্রায় ৮৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ২০০৮ সালের ৬৬.৮ বছর হতে ২০২১ সালে ৭২.৩ বছর হয়েছে;
- ২০০৮ সালে শিক্ষার হার ছিল ৫৫.৮ শতাংশ। ২০২১ সালে (সাত বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার) শিক্ষার হার উন্নীত হয়েছে ৭৬.৪ শতাংশে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার প্রায় ৯৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০১০ সালের ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৭.২ শতাংশ হয়েছে। [তথ্য : জাতীয় বাজেট-২০২৩-২৪]

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মন্তব্য

- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, 'Bangladesh is an example of economic progress and a country of great hope and opportunity.';
- কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, 'Bangladesh has made incredible progress. It spurred economic growth, reduced poverty, increased access to education and health resources and built new opportunities for the people.';
- Financial Times-এর শিরোনামে এসেছে, 'What Bangladesh can teach others about development.';
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক যুক্তরাজ্য সফরকালে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন 'I'm following you for many years. You are a successful economic leader. You are an inspiration for us.'
- অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরকালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'Japan will continuously support Bangladesh's effort towards its LDC graduation and further developments.'
- বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক সভাপতি ডেভিড ম্যালপাস প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছেন, 'Many countries can learn from Bangladesh's innovative approaches to reducing poverty, empowering women and adapting to climate change.'
- ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।
- 'দ্য লং ভিউ : হাউ উইল দ্য গ্লোবাল ইকোনমিক অর্ডার চেঞ্জ বাই ২০৫০?' এই নিবন্ধে পিডাব্লিউসি এ কথাও বলেছে যে, ২০৩০'র মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৮তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে।
- প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারসের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বে ২৩তম স্থান দখল করবে।
- এইচবিএসসির প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।
- বিজনেস ইনসাইডারের 'দেয়ার ইজ এ নিউ এশিয়ান টাইগার' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান এই ৪টি দেশ ছিল এশিয়ান টাইগারের তালিকায়। কিন্তু এখন এই তালিকায় বাংলাদেশ নামে আর একটি দেশ স্থান করে নিয়েছে। প্রতিবেদনটি লেখেন জোনাথান গারবার।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।
- হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন-এইচএসবিসির সর্বশেষ গ্লোবাল রিসার্চে বলা হয়েছে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) নিরিখে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
- 'দি ওয়ার্ল্ড ইন ২০৩০ : আওয়ার লং টার্ম প্রজেকশনস ফর ৭৫ কান্ট্রিজ' শিরোনামের এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ১৬ ধাপে উন্নীত হবে, যা অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় অধিক।
- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাংলাদেশের উন্নয়ন ম্যাজিক নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
- সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের এক নতুন জরিপে বলা হয়েছে, ২০৩৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। [তথ্য : জাতীয় বাজেট-২০২৩-২৪]

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প

পদ্মা সেতু

- অবস্থান → মাওয়া (মুন্সীগঞ্জ)-জাজিরা (শরীয়তপুর)
- দৈর্ঘ্য → ৬.১৫ কিলোমিটার
- প্রস্থ → ১৮.১ মিটার
- ভূমিকম্প সহনশীল মাত্রা → রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রা
- লেন → ৪টি
- স্প্যান → ৪১টি
- পিলার → ৪২টি
- আয়ুষ্কাল → ১০০ বছর
- ব্যয় → ৩০ হাজার ৭৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা
- ধরন → দ্বিতল (উপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ)
- পদ্মা সেতু দক্ষিণ এশিয়ার → ২য় বৃহত্তম, বিশ্বের ২৫তম বৃহত্তম
- নির্মাতা কোম্পানি → চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
- তদারকির দায়িত্ব → কোরিয়ান এক্সপ্রেস ওয়ে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
- নদী শাসন → সিনোহাইড্রা করপোরেশন লিমিটেড (পরিধি ১৪ কিমি.)
- দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হবে → পাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ)-গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)
- 'পদ্মা সেতু জাদুঘর' অবস্থিত → মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে
- দেশের মোট জিডিপি বাড়বে → ১ দশমিক ২ শতাংশ
- পদ্মা সেতুর উদ্বোধন → ২৫ জুন ২০২২
- ৪ এপ্রিল ২০২৩ পরীক্ষামূলকভাবে একটি ট্রেন পাড়ি দেয় সেতুটিকে। এরই মধ্যে পদ্মা সেতুতে শেষ হয়েছে ৬.১৫ কিলোমিটার পাথরবিহীন রেলপথ নির্মাণের কাজ।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন → অক্টোবর ২০১৩ সালে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- অবস্থান → রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা
- পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ → ৩২তম
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → রাশিয়ার প্রতিষ্ঠান 'অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট'-এর সাথে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের
- চূড়ান্ত ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২৬ জুলাই ২০১৫
- উৎপাদনক্ষমতা → দুটি ইউনিটে ১২০০ মেগাওয়াট করে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালে এবং দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৪ সালের অক্টোবরে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু টানেল

- নির্মিত → চট্টগ্রামে
- দৈর্ঘ্য → কর্ণফুলী নদীর ১৫০ ফুট নিচ দিয়ে ৩.৪ কিলোমিটার
- প্রস্থ → ১০ মিটার
- সংযোগ → পতেঙ্গার নেভাল একাডেমি থেকে আনোয়ারা পর্যন্ত
- চালু → ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর
- প্রকল্পে কাজ করে → চায়না কমিউনিকেশন্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি)। ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা

এলএনজি টার্মিনাল

- চুক্তি স্বাক্ষর → ১৮ জুলাই ২০১৬
- বাস্তবায়ন → Build Own Operate and Transfer (BOOT) ভিত্তিতে
- অবস্থান → কক্সবাজারের মহেশখালীতে
- Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU)-এর নাম → Excellence
- আকার → দৈর্ঘ্য ২৭৭ মিটার, প্রস্থে ৪৪ মিটার এবং ড্রাফট ১২.৫ মিটার
- ধারণক্ষমতা → ১৩৮,০০০ ঘনমিটার
- চুক্তির মেয়াদ → ১৫ (পনেরো) বছর
- গ্যাস সরবরাহ শুরু → ১৯ আগস্ট ২০১৮
- টার্মিনাল হস্তান্তর → ১৫ বছর পর কোনো ধরনের চার্জ গ্রহণ ব্যতীত পেট্রোবাংলার নিকট হস্তান্তর করবে

মেট্রোরেল প্রকল্প

- রুট → উত্তরা থেকে মতিঝিল
- মেট্রোরেলের স্লোগান → বাঁচবে সময়, বাঁচবে তেল, জ্যাম কমাবে মেট্রোরেল
- প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করা হয় → ২৬ জুন ২০১৬
- দৈর্ঘ্য → ২১.২৬ কিলোমিটার
- স্টেশন থাকবে → ১৭টি
- যাত্রী ধারণক্ষমতা → ৬০ হাজার (দৈনিক)
- সর্বোচ্চ গতিসীমা → ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার
- বাস্তবায়ন করবে → ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড
- ব্যয় → প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা
- অর্থায়নে → বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা
- বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন করা হয় → ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, রাজধানীর উত্তরা (দিয়াবাড়ী) থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান → বাগেরহাটের রামপালে
- ব্যয় → ১৬ হাজার কোটি টাকা
- উৎপাদন ক্ষমতা → ১৩০০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ → বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে
- স্থাপিত হয় → বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবনের প্রান্ত সীমানা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এবং বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বড়পুকুরিয়ায় সাব ক্রিটিক্যাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর রামপালে অত্যাধুনিক আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল ব্যবহার করা হবে।

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান → কক্সবাজার
- উৎপাদনক্ষমতা → ১,২০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- প্রকল্পটি শুরু হয় → ২০১৪ সালে। ২০২৩ সালের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অগ্রগতি হয়েছে সামান্য

বাংলাদেশের কিছু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

পরিকল্পনা কমিশন : সংবিধানের ১৫ ধারায় রাষ্ট্রকে উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা উন্নততর জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপকল্পের আলোকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামোর উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে পরিকল্পনা কমিশন। কীভাবে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে তার নীতি ও বাস্তবায়ন কাঠামো এবং অগ্রগতি পরিমাপের মানদণ্ড নির্ধারণও পরিকল্পনা কমিশনের কাজ। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের এই দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। সদর দপ্তর অবস্থিত ঢাকার আগারগাঁওয়ে। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী। ভাইস চেয়ারম্যান পরিকল্পনামন্ত্রী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

ECNEC: Executive Committee of National Economic Council. প্রতি মঙ্গলবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ECNEC-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি/চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী। বিকল্প চেয়ারম্যান মন্ত্রী; অর্থ মন্ত্রণালয়। সদস্য-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ।

NEC: National Economic Council. এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ। চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী। সদস্য মন্ত্রিসভার সকল সদস্য।

BIDS: Bangladesh Institute of Development Studies. আগারগাঁও, ঢাকা।

BBS: Bangladesh Bureau of Statistics. ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিএস সকল প্রকার পরিসংখ্যান কর্মসূচি (আদমশুমারি, কৃষিশুমারি, শিল্প কারখানা, স্থাপনা শুমারি) পরিচালনা করে।

BSTI: Bangladesh Standards and Testing Institution. প্রতিষ্ঠা ১৯৮৫ সালে।

DPDT: Department of Patents, Designs and Trade Marks. প্রতিষ্ঠা ২০০৩ সালে।

ICB: Investment Corporation of Bangladesh. বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ ব্যাংক। আইসিবি গ্রাহকদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে না। ১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

SPCBL: The Security Printing Corporation Bangladesh Ltd. ১৯৮৮ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি.। এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত হয় ১০ টাকার নোট।

BSCIC: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা বা BSCIC (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation) বেসরকারি স্বল্প বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

BCIC: Bangladesh Chemical Industries Corporation বা বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

DCCI: Dhaka Chamber of Commerce & Industry. ঢাকা ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে পুরোনো ও বড় সংগঠন।

REHAB: Real Estate and Housing Association of Bangladesh. দেশের বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের সরকার স্বীকৃত একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন।

a2i: Access to Information (a2i)। এর উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথা Vision-2021 এর বাস্তবায়ন। a2i প্রথম গ্রহণ করা হয় ২০০৭ সালে। এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন। কার্যক্রমে সহায়তা করছে UNDP ও USAID। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের বহুমুখী সেবা পৌঁছে দেওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত জাতীয় তথ্য বাতায়নের লিঙ্ক : www.bangladesh.gov.bd

BASIS: Bangladesh Association of Software and Information Services. বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি সংস্থা। এটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

FBCCI: বাংলদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৩।

JEC: Joint Economic Commission. যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয় ১৯৮২ সালে। বর্তমানের বাংলাদেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন রয়েছে ১৭টি দেশ ও ১টি সংস্থা [১টি সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (EEC)] সাথে। বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম : বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG); প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে; এইড গ্রুপের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (১৯৯৭); বর্তমান নাম বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF)। বাংলাদেশে ২০০৩ সালে থেকে উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে (পূর্বে অনুষ্ঠিত হতো প্যারিসে)। বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক। বৈদেশিক সাহায্যে শীর্ষ দেশ জাপান। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যে শীর্ষে আইডিএ। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার নাম 'জাইকা'।

অর্থনৈতিক শুমারি : ২০১৩ সালের মার্চ-মে মাসে বাংলাদেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অকৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

LCG: Local Consultative Group. বাংলাদেশকে সহায়তা করে– এমন দেশ ও সংস্থা নিয়ে গঠিত স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড : ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কর রাজস্ব। সরকারের সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর পদবি চেয়ারম্যান।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ : ৪টি। বিভাগগুলো হলো–

১. **অর্থ বিভাগ :** বাজেট প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে।
২. **আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ :** আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বীমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে।
৩. **অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ :** সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়ানো। ভূমি রাজস্ব ব্যতীত আয়কর, লটারি, জাতীয় সঞ্চয় ও স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. **অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ :** দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৈদেশিক সম্পদ আহরণ করে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

একনজরে বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

১	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮
২	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০
৩	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫
৪	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০
৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫
৬	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০০২
৭	দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১	জুলাই ২০০৫-২০০৮
৮	দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২	জুলাই ০৮-জুন ১১
৯	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১১-২০১৫
১০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০
১১	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। ১ কোটি ১৭ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরির বিশাল লক্ষ্যমাত্রা রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান : ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার। এর মধ্যে ৩৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রবাসে। বাকি ৮১ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দেশে।

উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ : ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হবে নতুন পরিকল্পনায়।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি : ৮ দশমিক ৫১ শতাংশ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন : ৩০,০০০ মেগাওয়াট।

মূল্যায়নের সূচক : ১০৪টি।

মাথাপিছু আয় : ৩,১০৬ ডলার।

মূল্যস্ফীতি : ৪.৪৮।

দারিদ্র্যে : দারিদ্র্যের হার হবে ১৫.৬% এবং চরম দারিদ্র্যের হার হবে ৭.৪%।

প্রবৃদ্ধি : প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮%।

শিল্পখাত : জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৪১.৮৬ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে নির্ধারণ।

খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা : ৩৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

২০১০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফলতা কেন্দ্র করে ২০২১-২০৪১ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। খসড়া রূপকল্পে উন্নত দেশ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ১ জুন ২০১৫ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং ২০৩১ সালে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তথা রূপকল্প-২০৪১ তৈরি করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ১৫টি। মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধির হার হবে ৯.৯%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে ১.০৩%। মূল্যস্ফীতি হার হবে ৪.৫%। দারিদ্র্যের হার ৫% এবং চরম দারিদ্র্যের হার হবে ০.৬৮%। গড় আয়ুষ্কাল হবে ৮০ বছর।

ভিশন-২০২১ বা রূপকল্প-২০২১

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে পা রাখে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই লগ্নে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কোন অবস্থানে দেখতে চেয়েছিল, সেটাই বস্তুত ভিশন ২০২১-এর মূলকথা। ভিশন-২০২১ এর প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২টি।

রূপকল্প ২০৪১ : বদলে যাবে বাংলাদেশ

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১'। এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট :

- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারের বেশি।
- বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

অভীষ্ট অর্জনের পথে আগামী দুই দশকে পরিবর্তন আসবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসার ধরন এবং কর্মসম্পাদন পদ্ধতিতে। ধারাবাহিক এ পরিবর্তনের সুফল সমাজের সব স্তরে সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এ 'ভিশন দলিলে'। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা আছে মোট ১২টি অধ্যায়ে।

স্মার্ট বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্তমান নাম। মাদারীপুরের শিবচরকে প্রথম 'স্মার্ট উপজেলা' হিসেবে উদ্বোধন করা হয় ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে ২০৪১ সালের মধ্যে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিত্তি ৪টি স্তম্ভ (Smart Citizen, Smart Economy, Smart Society and Smart Government). ১২ ডিসেম্বর ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (ICC) ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদযাপনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রকল্পের ধারণা দেন। বাংলাদেশ সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট 'স্মার্ট টাস্কফোর্স' গঠন করেছে। টাস্কফোর্সের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী এবং বাকি ২৯ সদস্য। ইতোমধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমসহ 'স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি ২০৪১ মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনায় দেশের জনগণকে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে এবং প্রযোজ্য শতভাগ সেবাকে ডিজিটাইজড করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জিত হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং জনগণ অতি সহজে সকল সেবা গ্রহণ করতে পারবে। সকল ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণে আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে শিক্ষা, জীবন-জীবিকা, দক্ষতা, চিকিৎসা, শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম → বাংলাদেশ অ্যাইড গ্রুপ
- প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৪ সালে;
- অ্যাইড গ্রুপের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় → প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (১৯৯৭);
- বর্তমান নাম → বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF)
- বাংলাদেশে উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে → ২০০৩ সাল থেকে (পূর্বে অনুষ্ঠিত হতো প্যারিসে)
- LCG-এর পূর্ণ রূপ Local Consultative Group (বাংলাদেশকে সহায়তা করে- এমন দেশ ও সংস্থা নিয়ে গঠিত স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে → বিশ্বব্যাংক; প্রধান সমন্বয়কারীর ভূমিকাও পালন করে → বিশ্বব্যাংক

যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন

- JEC-এর পূর্ণ রূপ → Joint Economic Commission
- বাংলাদেশ প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে → ১৯৮২ সালে
- বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে → অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
- বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন রয়েছে → ১৭টি দেশ ও [১টি সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (EEC)]

জাতীয় আয়-ব্যয় (বাজেট)

কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশকে বাজেট বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

- সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হলে তাকে → উদ্বৃত্ত বাজেট বলে
- সম্ভাব্য আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে → ঘাটতি বাজেট বলে

বাজেট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	লর্ড ক্যানিং (১৮৬১ সালে)
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	তাজউদ্দীন আহমদ
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয়	৩০ জুন ১৯৭২ সালে
এদেশে বাজেটের প্রকৃতি/ধরন	ঘাটতি বাজেট

- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি → ৩টি; ১. উৎপাদন পদ্ধতি, ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি
- GDP-এর পূর্ণরূপ → Gross Domestic Product
- GNP-এর পূর্ণরূপ → Gross National Product
- GDP ও GNP একই হয় → যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় পরস্পর সমান হয়
- GDP ও GNP-এর মূল পার্থক্য → জাতীয় সীমানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবদান
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশের নাগরিক কিংবা বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদন হয়, তার সমষ্টিকে বলা হয় → GDP
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশীয় নাগরিক কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে যে উৎপাদন হয় তার সমষ্টিকে বলা হয় → GNP
- **মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product-GDP):** একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এক বছরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার আর্থিক মূল্যকে GDP বলে।
- **মোট জাতীয় আয় (Gross National Product-GNP):** এক বছরে GDP + বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এবং সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে GNP বলে। যেমন- Remittance, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদান।
- **জাতীয় আয় (National Income-NI):** GNP থেকে অবচয় (Depreciation) বাবদ ব্যয়িত অর্থ বাদ দিলে যে অবশিষ্ট থাকে তাকে National Income বলে।

- **প্রবৃদ্ধির হার (Growth rate):** গত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের আয়ের যে বৃদ্ধি হয় সেই বৃদ্ধির শতকরা হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলে।
- **মুদ্রাস্ফীতি (Inflation):** বাজারের একটি অবস্থা। বাজারে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি বেড়ে যায় এবং অর্থের মূল্য যদি কমে যায় সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।
- **Devaluation:** ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্যমান কমিয়ে দেওয়াকে বলা হয় Devaluation. এর মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহিত করা এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- **মাথাপিছু আয় (Per capital income):** একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। জাতীয় রাজস্ব আদায়ের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)
- **সরকারি আয় :** সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে, যেমন- ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে।
- **সরকারি ব্যয় :** সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য।
- সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় মূল্যই → কর
- কর সাধারণত → দুই প্রকার; যথা- ১. প্রত্যক্ষ কর ও ২. পরোক্ষ কর
- প্রত্যক্ষ করের উৎকৃষ্ট উদাহরণ → Income Tax (আয়কর)।
- পরোক্ষ করের উৎকৃষ্ট উদাহরণ → মূল্য সংযোজন কর (VAT)
- প্রত্যক্ষ কর → এই ধরনের কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপ করা হয়, সেই উক্ত কর পরিশোধ করে। যেমন- আয়কর (Income Tax), ভূমি রাজস্ব কর, নিবন্ধন, অস্থাবর সম্পত্তি কর ইত্যাদি
- পরোক্ষ কর → এই ধরনের কর একজনের উপর আরোপিত হলেও পরিশোধ করে অন্যজন। যেমন- মূল্য সংযোজন কর (VAT), বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিদেশ ভ্রমণ কর, বিমান টিকিট কর, বিদ্যুৎ শুল্ক, বিজ্ঞাপন কর, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর ইত্যাদি
- জাতীয় আয়কর দিবস → ১৫ সেপ্টেম্বর
- কর পরিশোধ ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালু হয় → ২০১২ সালের মে মাসে
- দেশের প্রথম কর ন্যায়পাল → খায়রুজ্জামান চৌধুরী (দায়িত্ব গ্রহণ ৯ জুলাই ২০০৬)
- কর বিভাগ যে মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত → অর্থ মন্ত্রণালয়
- Tax-GDP Ratio- Gross Domestic Product (GDP)-এর যে অংশ Tax থেকে অর্জিত হয়।
- Tax-Holiday (ট্যাক্স হলিডে) → শিল্পখাতকে উৎসাহিত করার জন্য সাময়িকভাবে ট্যাক্স মওকুফ করা
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue-NBR)- সরকারের সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একটি সংস্থা।
- কর আদায়ের দায়িত্ব → জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭২ সালে
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত → অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাভুক্ত
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তার পদবি → চেয়ারম্যান
- আয়কর (Income Tax) হলো → কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্যকৃত কর
- আয়কর মেলা আয়োজন করে → NBR (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)
- বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি আয় করে → ভ্যাট থেকে
- VAT → Value Added Tax (মূল্য সংযোজন কর- মূসক)
  - ✓ বাংলাদেশে মূসক চালু হয় → ১ জুলাই ১৯৯১
  - ✓ বাংলাদেশে ভ্যাটের হার → ১৫%
  - ✓ জাতীয় মূসক দিবস হলো → ১০ জুলাই
- বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duty) → আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর আরোপিত কর
- আবগারি শুল্ক (Excise Duty) → দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত, বিক্রীত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর আরোপিত কর
- আয়কর (Income Tax) → কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর আরোপিত কর
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন → পাকিস্তান ট্রারিফ কমিশনের বর্তমান নাম বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন। এটি ২৮ জুলাই ১৯৭৩ সাল থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৯২ সালে একে ট্যারিফ কমিশন নামে পুনর্গঠন করা হয়
- ট্যারিফ হলো → আমদানি বা রপ্তানীকৃত পণ্যের শুল্ক
- ট্যারিফের ক্ষেত্রে আমদানি বা রপ্তানীকৃত পণ্যের শুল্ক একটি তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা থাকে।
- খেলাপি কর দাতা (Assessee in Default) বলা হয় → আয়কর প্রদান করতে ব্যর্থ করদাতাকে
- আয়কর রিটার্ন → করদাতা তার আয়ের যাবতীয় উৎসসমূহ থেকে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়ের ওপর তাদের করের পরিমাণ উল্লেখ করে আয়কর বিভাগে নির্দিষ্ট ছকে যে বিবরণী দাখিল করে।
- প্রাইজবন্ডের পুরস্কার → করমুক্ত
- পেনশন সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা → আয়কর মুক্ত
- Customs Duty হলো → আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর
- অর্থের মূল্য বলতে বোঝায় → অর্থের ক্রয়ক্ষমতা
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন → পদাধিকারবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব
- যে আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয় → রাষ্ট্রপতির ৭৬নং আদেশবলে
- কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয় → ২৬ মে ২০১২
- মূল্য সংযোজন কর যখন থেকে বাংলাদেশে চালু করা হয় → ১ জুলাই ১৯৯১
- বাংলাদেশে 'জাতীয় আয়কর দিবস' পালন করা হয় → ১৫ সেপ্টেম্বর
- মাথাপিছু আয়ের দিক হতে বাংলাদেশ যে ধরনের দেশ → নিম্নমধ্যম আয়ের
- 'মূসক' যে ধরনের কর/মূল্য সংযোজন কর একটি → পরোক্ষ কর
- বিক্রয় কর একটি → পরোক্ষ কর
- জাতীয় আয় → উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্য
- প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে → আয়কর
- বাংলাদেশ সরকার যে উদ্দেশ্যে সিগারেট উৎপাদনে ট্যাক্স ধার্য করে → রাজস্ব আয় এবং ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ
- বাংলাদেশে বিক্রয় করের বিকল্প হিসেবে যে কর ধার্য করা হয় → মূল্য সংযোজন কর
- যে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন → তাজউদ্দীন আহমদ
- সরকারের 'Fiscal Policy' যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত → ট্যাক্স
- জাতীয় বাজেটের অর্থ বছর → জুলাই-জুন
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ → স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা

যে সংস্থা যা নিয়ন্ত্রণ/প্রণয়ন করে

ক্র. নং	সংস্থা/সেক্টর/পরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ/কমিশন
১.	জাতীয় রাজস্ব আয়/বীমা	অর্থ মন্ত্রণালয়
২.	ট্যারিফ কমিশন [৩৭তম বিসিএস]	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩.	স্পারসো	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৪.	শেয়ারবাজার	এসইসি
৫.	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	পরিকল্পনা কমিশন

ক্র. নং	সংস্থা/সেক্টর/পরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ/কমিশন
৬.	বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম	বিশ্বব্যাংক
৭.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৮.	দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)	পরিকল্পনা কমিশন
৯.	আদমশুমারি	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১০.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১১.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়

দারিদ্র্য বিমোচন

- দারিদ্র্য বিমোচন যে কর্মসূচি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত হয় → ক্ষুদ্রঋণ
- ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক → প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
- VGF-এর পূর্ণ রূপ Vulnerable Group Feeding
- VGD-এর পূর্ণ রূপ Vulnerable Group Development
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য হারের শীর্ষ জেলা → কুড়িগ্রাম, সবচেয়ে কম দারিদ্র্য হার– নারায়ণগঞ্জ
- সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য অধ্যুষিত বিভাগ → রংপুর
- সবচেয়ে কম দারিদ্র্য অধ্যুষিত বিভাগ → সিলেট
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচির নাম → আরএসএস
- বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য তারা → যারা ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য খায়
- দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দেখা দেয় → ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে
- PRSP হলো → Poverty Reduction Strategy Papers
- IPRSP হলো → Interim Poverty Reduction Strategy Papers
- BARD-এর পূর্ণরূপ → Bangladesh Academy for Rural Development; প্রতিষ্ঠিত– ১৯৫৯ সালে, অবস্থান– কুমিল্লায়; প্রতিষ্ঠাতা– আখতার হামিদ খান
- RDA-এর পূর্ণ রূপ → Rural Development Academy. প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৪ সালে, অবস্থান → শেরপুর, বগুড়া
- বাংলাদেশ বিশ্বের দারিদ্র্য দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে সম্প্রতি দারিদ্র্যের হার কমে এলেও তা ততটা আশাব্যঞ্জক নয়।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথম লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তি, যা বাংলাদেশ ২০১৫ পূর্ণ হওয়ার দুই বছর আগেই অর্জন করেছে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ → ২০১৬-২০৩০
- মোট লক্ষ্য → ১৭টি
- প্রথম লক্ষ্য → দারিদ্র্য দূরীকরণ
- দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সরকারের → সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত
- সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন– দরিদ্র ভাতা প্রদান, বয়স্কভাতা প্রদান, কাজের বিনিময়ের খাদ্য, দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা প্রভৃতি।
- বাংলাদেশে বেকারত্বের হার → ২০%। এজন্য সরকার বেকারত্বকে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ম্যানলাথ সার্ভিস চালু করে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে (NGO)

ব্র্যাক : দেশের সবচেয়ে বড় এনজিও এবং সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থা।

আশা : সামাজিক উন্নয়নে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৯২ সালে স্পেশালাইজড ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে।

প্রশিকা : ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জে কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সাল থেকে সংস্থাটি বৃহত্তর পরিসরে সারা দেশে কার্যক্রম শুরু করে।

ব্যুরো বাংলাদেশ : এটি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯০ সালে টাঙ্গাইল জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ : ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে বয়স্কভাতা চালু হয় → ১৯৯৮ সালে [৩৬তম বিসিএস]
- দারিদ্র্য বিমোচনে যে কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত → ক্ষুদ্রঋণ
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম → আরএসএস
- *'মঙ্গা'* শব্দটি যে অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত → উত্তরাঞ্চল
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উদ্দেশ্য → দারিদ্র্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
- IRDP-এর মানে Integrated Rural Development Program
- গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন → ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
- PRSP হচ্ছে → দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কৌশলপত্র
- দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদ → জুলাই ২০১০-জুন ২০১২
- PRSP-এর শেষ P হলো Paper
- একটি বাড়ি ও একটি খামার কর্মসূচির আওতাধীনে টাকা ভোগকারীর সংখ্যা → ৫০ লক্ষেরও অধিক

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- ECNEC-এর চেয়ারপারসন কে? → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি? → সেবা
- বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচি হিসেবে ADP ঘোষণা করে? → ১ বছর
- বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোনটি? → ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন
- কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়? → মূল্য সংযোজন কর
- কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় → জিএনপি
- বাংলাদেশে 'জাতীয় আয়কর দিবস' কোন তারিখে পালন করা হয়? → ১৫ সেপ্টেম্বর
- কর আদায়ের দায়িত্ব কার? → জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
- BIDA-এর পূর্বতন প্রতিষ্ঠানের নাম কী ছিল? → বিনিয়োগ বোর্ড (BIDA-এর পূর্ণরূপ Bangladesh Investment Development Authority)
- 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান কীসের সাথে সম্পর্কিত? → রাজস্ব আদায়
- বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট চালু হয় → ১৯৯১ সালে
- PRSP-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী? → Poverty Reduction Strategy Papers
- গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম কী? → আরএসএস
- কোন সময়ে মঙ্গা দেখা দেয়? → ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক
- গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? → ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
- VGF বলতে বোঝায় → Vulnerable Group Feeding
- দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কর্মসূচিটি এখন পর্যন্ত সফল হিসেবে বিবেচিত হয়? → ক্ষুদ্রঋণ
- PRSP হচ্ছে → দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত
- বয়স্কভাতা যার অন্তর্ভুক্ত → সামাজিক নিরাপত্তা
- দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের জন্য কোন বাংলাদেশি নাইট উপাধি পেয়েছেন? → ফজলে হাসান আবেদ
- IPRSP-এর অর্থ কী? → Interim Poverty Reduction Strategy Paper

সেল্ফ টেস্ট-১৫ বাংলাদেশের অর্থনীতি

১. বাংলাদেশের প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয় কত সালে?
ⓐ ১৯৯১ ⓑ ১৯৭৩
ⓒ ১৯৮৬ ⓓ ১৯৯৬

২. বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে–
ⓐ ব্র্যাক ব্যাংক ⓑ ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
ⓒ এবি ব্যাংক ⓓ সোনালী ব্যাংক

৩. বাংলাদেশে বয়স্কভাতা চালু হয় কত সালে?
ⓐ ১৯৯৮ ⓑ ১৯৯৯
ⓒ ২০০০ ⓓ ১৯৯৭

৪. বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি কত সালে চালু হয়?
ⓐ ১৯৯১ ⓑ ১৯৯২
ⓒ ১৯৯৩ ⓓ ১৯৯৪

৫. 'পরার্থপরতার অর্থনীতি'র লেখক কে?
ⓐ আকবর আলি খান ⓑ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
ⓒ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ⓓ ড. আতিয়ার রহমান

৬. মূল্য সংযোজন কর (মূসক) একটি–
ⓐ প্রত্যক্ষ কর ⓑ পরোক্ষ কর
ⓒ পরিপূরক কর ⓓ সম্পূরক কর

৭. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কী?
ⓐ পোশাক শিল্প ⓑ রেমিট্যান্স
ⓒ বৈদেশিক বাণিজ্য ⓓ কর রাজস্ব

৮. OMS stands for–
ⓐ Open market sale ⓑ Open market system
ⓒ Open market support ⓓ Open market strategy

৯. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর আরোপ করা হয়, তাকে কী বলা হয়?
ⓐ আয়কর ⓑ রপ্তানি শুল্ক
ⓒ আমদানি শুল্ক ⓓ আবগারি শুল্ক

১০. জাতীয় বীমা দিবস কবে পালিত হয়?
ⓐ ২ মার্চ ⓑ ৪ মার্চ
ⓒ ১ মার্চ ⓓ ৫ মার্চ

১১. পরিকল্পনা কমিশন কোথায় অবস্থিত?
ⓐ সচিবালয় ⓑ আগারগাঁও
ⓒ মৎস্যভবনে ⓓ সেগুনবাগিচা

১২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কী?
ⓐ ECNEC ⓑ Planning Commission
ⓒ NEC ⓓ Planning Division

১৩. দেশের কৃষিভিত্তিক ইপিজেড কোথায় অবস্থিত?
ⓐ ঢাকা ⓑ নীলফামারী
ⓒ চট্টগ্রাম ⓓ বরিশাল

১৪. How many Economic Zones will Bangladesh have by 2030?
ⓐ 75 ⓑ 250
ⓒ 100 ⓓ 500

১৫. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়?
ⓐ ১৬নং ⓑ ১৫নং
ⓒ ১৭নং ⓓ ১৮নং

লেকচার-১৬
বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

আলোচ্য বিষয় : শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেনদেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলি. প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে পণ্য রপ্তানি বাবদ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে? → যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশ সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করে কোন দেশে? → সৌদি আরব
- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কোন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত? → বাণিজ্য

৪২তম বিসিএস

- বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি? → সাঙ্গু ভ্যালি

৪০তম বিসিএস

- ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় কত? → $ ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার [২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি ৫৬ বিলিয়ন ডলার]
- Alliance যে দেশভিত্তিক গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন → যুক্তরাষ্ট্রের
- ২০১৮ সালে বাংলাদেশের GDP-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল? → প্রয়োজন নেই [বা. অ. স. ২০২৪ মতে, ৩৭.৯৫ %]

৩৮তম বিসিএস

- বাংলাদেশ বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে → চীন থেকে
- বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক → বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক
- বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় → প্রাকৃতিক গ্যাস

৩৭তম বিসিএস

- বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে → ডেনমার্কে
- বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা → ৮টি
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে → চীন
- বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে → ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
- বেনাপোল স্থলবন্দর সংলগ্ন ভারতীয় স্থলবন্দর → পেট্রাপোল

৩৬তম বিসিএস

- মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য → ১১.৮ কিমি.

৩৫তম বিসিএস

- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.-এর উৎপাদিত সারের নাম → ইউরিয়া এবং এএসপি
- বাগদা চিংড়ি যে দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় → আশির দশক
- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন → ৯ বর্গকিলোমিটার
- বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া যে নামে পরিচিত → কুষ্টিয়া গ্রেড

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প (Industry) বলা হয়। কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পাট শিল্প

- বাংলাদেশের প্রধান/বৃহত্তম শিল্প → পাট
- কাগজ তৈরির সর্বশেষ উদ্ভাবিত উপাদান → সবুজ পাট
- বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় → সিরাজগঞ্জে
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাটকল ছিল → ৭৩টি
- বাংলাদেশ ও এশিয়ার বৃহত্তম আদমজি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৫১ সালে
- আমদজী পাটকল বন্ধ হয় → ৩০ জুন ২০০২ সালে
- বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্র → ৩টি (নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা)
- বাংলাদেশের প্রথম পাটকল/এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল → আদমজী জুট মিল অবস্থান : সুমিলপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
- ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় → ১,০০০ তাঁত নিয়ে
- ব্রিটিশ বাংলার প্রথম পাটকলটি যে স্থান থেকে এনে বসানো হয় → ইংল্যান্ডের ড্যান্ডি
- প্রাচ্যের ড্যান্ডি বলা হয়/বাংলাদেশে পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র → নারায়ণগঞ্জ
- বাংলাদেশের যে জেলায় সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় → ফরিদপুর
- যে দেশ বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক কাঁচাপাট আমদানি করে → রাশিয়া
- জুটন হলো → ৭০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ তুলার সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার বস্ত্র
- জুটনের আবিষ্কারক → ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ
- দেশি (তোষা) পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের নেতৃত্ব দেন যে বিজ্ঞানী/পাটের জন্মরহস্য উদ্ভাবনের গবেষণা করেন → ড. মাকসুদুর রহমান
- সবুজ পাট থেকে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রস্তাবক → প্রফেসর জহিরুদ্দিন
- 'মেস্তা' এক জাতীয় → পাট

সার শিল্প

- বাংলাদেশে সার কারখানা → ৮টি (সরকারি)
- সবচেয়ে বড় সার কারখানা → যমুনা সার কারখানা, জামালপুর
- যমুনা সার কারখানা নির্মাণে সাহায্য করে → জাপান
- বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বড় সার কারখানা → কাফকো
- কাফকোতে জাপানের শেয়ার → ৪৪%
- যমুনা সার কারখানা চালু হয় → ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১
- বাংলাদেশের একমাত্র দানাদার ইউরিয়া সার প্রস্তুতকারী কারখানা → যমুনা সার কারখানা
- জিয়া সার কারখানা ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত নাম → ইউরিয়া
- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.-এর উৎপাদিত সারের নাম → ইউরিয়া এবং এএসপি
- বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সার কারখানা → কর্ণফুলী সার কারখানা
- KAFCO → Karanphuly Fertilizer Company
- কর্ণফুলী সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় → বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে
- কর্ণফুলী সার কারখানার অবস্থান → আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
- দেশের প্রথম সার কারখানা → ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, সিলেট
- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬১ সালে
- ইউরিয়া সারের কাঁচামাল → মিথেন গ্যাস
- সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে চীনের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় → ২৪ মার্চ ২০১২ (দীর্ঘ ২২ বছর পর)
- স্বর্ণা সারের আবিষ্কারক → ড. আব্দুল খালেক (১৯৯৩)
- ফাইটোপ্লাঙ্কটন ফার্টিলাইজারের আবিষ্কারক → ড. আব্দুল খালেক

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প

- বস্ত্র শিল্প ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে রপ্তানি অবদান → ৮৪.৫৭% [অ.স. ২০২৪]
- বাংলাদেশে কুটির শিল্পের জন্য বিখ্যাত পণ্য → রাজশাহীর সিল্ক ও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি
- বাংলাদেশ এককালে বিশ্ববিখ্যাত ছিল → ঢাকাই মসলিন বস্ত্র শিল্পের জন্য
- বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিলটি অবস্থিত → রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায়
- তাঁতবস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থান → ঢাকা, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নরসিংদী ও পাবনা
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প → তৈরি পোশাক শিল্প
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য প্রবেশ করে → ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে
- বাংলাদেশে সিল্ক উৎপন্ন হয় → রাজশাহীতে
- বাংলাদেশ বিশ্বের ২০টির বেশি দেশে → পোশাক রপ্তানি করে থাকে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
- বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা → প্রায় ৯০ ভাগ
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার → ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি → ৫,৩০০ টাকা
- Alliance যে দেশভিত্তিক বিশ্বসেরা গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন → যুক্তরাষ্ট্র
- Accord হচ্ছে → ইউরোপিয়ান উইনিয়নের বিশ্বসেরা গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন
- দেশের মোট গার্মেন্টস কারখানার ৭৫% অবস্থিত → ঢাকায়
- ট্রেড ইউনিয়ন হলো → শ্রমিক সংগঠন
- পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয় → ১৯৭৬ সালে
- বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পথ প্রদর্শক → নুরুল কাদির
- বিশ্ব বাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান → দ্বিতীয়
- দেশের প্রথম পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান → রিয়াজ গার্মেন্টস (১৯৭৮ সালে)
- বাংলাদেশ থেকে প্রথম পোশাক রপ্তানি হয় → ফ্রান্সে
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বস্ত্র শিল্প নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান → বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন (বিটিএমসি)
- BGMEA প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৭ সালে
- BKMEA প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৬ সালে
- বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত প্রথম গার্মেন্টস → দেশ গার্মেন্টস (চট্টগ্রাম → ১৯৭৯ সালে)
- বাংলাদেশে উৎপাদিত বস্ত্র ছানীয় চাহিদা পূরণ করে → ৯%
- বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বার্ষিক আয় করে → ২০০ কোটি মার্কিন ডলার
- সম্প্রতি বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান পায় → বাংলাদেশি মসলিন
- বাংলাদেশে একজন শ্রমিকের সর্বনিম্ন বেতন → ৫৫ ডলার
- সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়ে → ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সালে
- গার্মেন্টস সেক্টরের কাঁচামাল, সুতা, কাপড় বাংলাদেশ বিদেশ হতে → আমদানি করে
- গার্মেন্টস শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে → ৫০ লাখ মানুষের
- দেশের বৃহত্তম পোশাক কারখানাগুলো অবস্থিত → আশুলিয়ায়
- দেশে নিবন্ধিত গার্মেন্টসের সংখ্যা → প্রায় সাড়ে সাত হাজার
- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শিশু ও বয়স্কদের পোশাকের প্রধান রপ্তানিকারক → বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের প্রধান শিল্প → তৈরি পোশাক
- বৈদেশিক মুদ্রা ও রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে → তৈরি পোশাক থেকে
- সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করা হয় → যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি → ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে

কাগজ ও মণ্ড শিল্প

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপন করা হয় → ১৯৫৩ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল → কর্ণফুলী কাগজকল (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৩)
- সবচেয়ে বড় কাগজকল → কর্ণফুলী পেপার মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি)
- কর্ণফুলী পেপার মিলে → বাঁশ, উত্তরবঙ্গ কাগজকলে → আখের ছোবড়া, খুলনা পেপার মিলে → সুন্দরী কাঠ ব্যবহৃত হয়

- বাংলাদেশে বর্তমানে → ৭টি কাগজকল ও ৪টি হার্ডবোর্ড মিল চালু আছে
- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল → ৩০ নভেম্বর ২০০২ বন্ধ করা হয়
- বাংলাদেশের সরকারি নিউজপ্রিন্ট মিল অবস্থিত → খুলনা
- কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান → বাঁশ, বেত, কাঠ, সবুজ পাট ও রাসায়নিক দ্রব্য
- BCIC নিয়ন্ত্রণাধীন একমাত্র কাগজকল → কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.
- সবুজ পাট দিয়ে জিপসাম বোর্ড উৎপাদন শুরু হয় → ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ থেকে
- খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. অবস্থিত → খালিশপুর, খুলনা

ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প

- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ → বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (বৈদ্যুতিক কেবলস, টান্সফরমার, সিএফএল বাল্ব ইত্যাদি) উৎপাদন করে
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (BSEC) প্রতিষ্ঠা → ১ জুলাই ১৯৭৬
- BSEC-এর সদর দপ্তর → কারওয়ান বাজার, ঢাকা
- BSEC-এর অধীনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান রয়েছে → ৯টি
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ইস্পাত রপ্তানি করে → পাকিস্তানে (১১ জুলাই ১৯৭৮)

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা → খুলনা শিপইয়ার্ড লি.
- বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা → ৩টি
- বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা যথাক্রমে → খুলনা শিপইয়ার্ড, চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড। বৃহত্তম খুলনা শিপইয়ার্ড
- ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অবস্থিত → কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম → স্টেলা মেরিস
- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে → ডেনমার্কে [৩৭তম বিসিএস]
- স্টেলা মেরিস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান → আনন্দ শিপইয়ার্ড
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ডেনমার্কে জাহাজ রপ্তানি করে → ২০০৮ সালে
- দেশের তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী স্টিমার বা জাহাজ হলো → এমভি বাঙালি
- এই যাবৎ সবচেয়ে বড় ও উচ্চগতির জাহাজ 'এমভি আনসু' → জার্মানিতে বিক্রি হয়

চিনি শিল্প

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকল রয়েছে → ১৫টি
- বাংলাদেশ চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট → ঈশ্বরদী
- BSFIC গঠন করা হয় → ১ জুলাই ১৯৭৬
- BSFIC যে মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান → শিল্প মন্ত্রণালয়
- বর্তমানে BSFIC নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলের সংখ্যা → ১৫টি
- BSFIC-এর সদর দপ্তর → দিলকুশা, ঢাকা
- বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল → নর্থ বেঙ্গল চিনিকল, গোপালপুর, নাটোর
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল → কেরু অ্যান্ড কোং লি., দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা

সিমেন্ট শিল্প

- মংলা সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত → বাগেরহাটে
- বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা → ছাতক সিমেন্ট কারখানা (১৯৩৮)
- মংলা সিমেন্ট কারখানা দেশের → চতুর্থ সিমেন্ট কারখানা
- বাংলাদেশ সিমেন্ট কারখানা → ১৪টি
- বাংলাদেশে সরকারি সিমেন্ট কারখানা → ৫টি
- বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা → ছাতক সিমেন্ট কোং লি.
- BCIC-এর অধীনে পরিচালিত একমাত্র সিমেন্ট কারখানা → ছাতক সিমেন্ট কো. লি.
- দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা অবস্থিত → লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সুনামগঞ্জের ছাতকে

ওষুধ শিল্প

- দেশে ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, তৈরি, পরিবেশন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রক সরকারি আইন প্রণয়ন করা হয় → ১৯৪০ সালে
- দেশে ওষুধ তৈরি, আমদানি এবং মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম → ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর
- দেশে সরকারি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির সংখ্যা → দুটি; যথা- ১. ঢাকা ও ২. চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ওষুধ রপ্তানি করে → ব্রাজিলে
- প্যারাসিটামল সিরাপ তৈরির প্রধান উপাদান → প্যারা অ্যামিনো ফেনল
- বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটছে → ৯৮%
- বাংলাদেশ প্রথম সরকারিভাবে ওষুধ রপ্তানি করছে যে দেশে → শ্রীলঙ্কায়
- বাংলাদেশের প্রথম ওষুধ শিল্প পার্ক স্থাপিত হবে → মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায়
- লন্ডনের স্টক মার্কেটে প্রবেশাধিকার পাওয়া বাংলাদেশি ওষুধ কোম্পানি → বেক্সিমকো
- যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ রপ্তানিকারী প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান → বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড
- বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ওষুধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ, আমেরিকাসহ ১৫৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দিয়াশলাই শিল্প

- পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল → ১৮টি
- ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামে যে ম্যাচ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল → চট্টলা ম্যাচ ফ্যাক্টরি
- ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলোর সংস্থার নাম → বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন
- ম্যাচের কাঠি তৈরি হয় → কদম ও গেওয়া কাঠ থেকে
- ম্যাচের বারুদ তৈরি হয় → পটাশিয়াম ক্লোরাইট, রেড ফসফরাস এবং সালফার দিয়ে

সিগারেট কারখানা

- দেশে সর্ববৃহৎ সিগারেট কারখানা → ব্রিটিশ-আমেরিকা টোব্যাকো বাংলাদেশ (BATB)
- সিগারেট শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয় → ভার্জিনিয়া তামাক
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০০৫ জাতীয় সংসদে পাস হয় → ১৩ মার্চ ২০০৫ (কার্যকর ২৬ মার্চ ২০০৫ থেকে)

লবণ শিল্প

- লবণ উৎপাদনে দ্রাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় → প্রায় ৫%
- বাংলাদেশে লবণ উৎপন্ন হয় → কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলায়
- বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু করে → সমুদ্র উপকূলবর্তী মালংগি নামক এক শ্রেণির চাষি
- লবণ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হলো → আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন

টিকফা : বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ 'ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম অ্যাগ্রিমেন্ট (টিকফা)' স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়।

অন্যান্য শিল্পকারখানা

- ওসমানিয়া গ্লাস সিট ফ্যাক্টরি লি. অবস্থিত → কালুরঘাট, চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা → গাজীপুর
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার → পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (ইস্টার্ন রিফাইনারি)

- বাংলাদেশের অস্ত্র কারখানা → ১টি; (গাজীপুর)
- বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত → টঙ্গী ও খুলনা
- বাংলাদেশের শিল্পপার্ক → সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী
- বাংলাদেশের প্রথম পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক → সিরাজগঞ্জে
- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন → ৯ বর্গকিলোমিটার
- BITAC হচ্ছে → শিল্প কারিগরি সাহায্যে কেন্দ্র
- সর্বশেষ শিল্পনীতি হলো → শিল্পনীতি-২০১৬
- ঢাকার উত্তরায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পনগরী → 'লাভসিটি' নামে পরিচিত
- বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' অবস্থিত → চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি → গাজীপুরে
- যমুনা সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম → ইউরিয়া
- কর্ণফুলী কাগজকলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় → বাঁশ
- কর্ণফুলী পেপার মিলস অবস্থিত → রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায়
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা → যমুনা সার কারখানা (তারাকান্দি, জামালপুর)

BEZA: Bangladesh Economic Zones Authority। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। এর নিয়ন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সভাপতি হলেন প্রধানমন্ত্রী। BEZA গড়ে তোলা হয়েছে Special Economic Zone (SEZ) বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ২০৩০ সালের মধ্যে SEZ প্রতিষ্ঠিত হবে ১০০টি। এই ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং বছরে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে বেজা কর্তৃপক্ষ।

EPZ: Export Processing Zone.

BEPZA: Bangladesh Export Processing Zone Authority. (BEPZA) আইন পাস হয় ১৯৮০ সালে। BEPZA- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন। বেপজা গভর্নর বোর্ডের চেয়ারপারসন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রথম বেসরকারি EPZ-এর নাম KEPZ, চট্টগ্রাম (১৯৯৯)। কৃষিভিত্তিক EPZ- উত্তরা EPZ (নীলফামারী)। আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম EPZ-KEPZ. ইপিজেডে চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে- তৈরি পোশাক শিল্পে। বাংলাদেশে সরকারি EPZ সংখ্যা ৮। বেসরকারি EPZ -১।

একনজরে সরকারি ইপিজেড

ক্রমিক	নাম	অবস্থান	কার্যক্রম শুরু
১.	চট্টগ্রাম	হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৯৮৩
২.	ঢাকা	সাভার, ঢাকা	১৯৯৩
৩.	মোংলা	মোংলা, বাগেরহাট	২৩ মে ১৯৯৮
৪.	ঈশ্বরদী	পাকশি, পাবনা	১৯৯৮
৫.	উত্তরা	সঙ্গলশী, সদর, নীলফামারী	১৯৯৯
৬.	কুমিল্লা	বিমানবন্দর, কুমিল্লা	১৫ জুলাই ২০০০
৭.	আদমজী	নারায়ণগঞ্জ	৬ মার্চ ২০০৬
৮.	কর্ণফুলী	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

বেসরকারি ইপিজেড

কোরিয়ান ইপিজেড	চট্টগ্রাম	আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম

পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে যে দেশ থেকে → চীন
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে
  → একক/প্রাথমিক পণ্য-তুলা
  → শিল্প জাত পণ্য-পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে
  → একক পণ্য হিসেবে- নীটওয়্যার
  → প্রাথমিক পণ্য হিসেবে-কৃষিজাত পণ্য [অ.স. ২০২৪]
- বাংলাদেশ খনিজ তেল আমদানি করে যে দেশ থেকে → যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্য
- বাংলাদেশ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে → যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান থেকে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করে → ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড থেকে
- PSI-এর পূর্ণ রূপ হলো → Pre Shipment Inspection
- PSI বলতে বোঝায় → আমদানীকৃত পণ্যের গুণাগুণ ও ওজন পরীক্ষার জন্য শিপমেন্টের পূর্বে পণ্য পরিদর্শন
- CRF-এর পূর্ণ রূপ হলো → Clean Report of Findings
- CRF বলতে বোঝায় → আমদানি বাণিজ্যে জালিয়াতি দূর করার পদ্ধতি
- একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে → যুক্তরাষ্ট্রে
- সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে → ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে → পোল্যান্ডে
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → দ্বিতীয়
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কোটা পদ্ধতি ছিল → ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত
- দেশে জনশক্তি রপ্তানি আইন প্রণীত হয় → ১৯৭৬ সালে
- বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া যে নামে পরিচিত → কুষ্টিয়া গ্রেড
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত → তৈরি পোশাক
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণদাতা দেশ → জাপান
- বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী সংস্থা → IDA
- বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি → ভারতের সাথে
- বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে নিয়োজিত সংস্থা → রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (PPP) গঠিত হয় → ২০১০ সালে
- আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের কার্যক্রম শুরু হয় → ১৫ মার্চ ২০১২
- বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির অধিকাংশ পূরণ হয় → রেমিট্যান্স থেকে
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করে → সৌদি আরব থেকে

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

১. আমার বাড়ি আমার খামার
২. আশ্রয়ণ প্রকল্প
৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ
৪. শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্ট
৫. নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
৬. সবার জন্য বিদ্যুৎ
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি
৮. বিনিয়োগ উন্নয়ন
৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
১০. পরিবেশ সুরক্ষা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব 'Industry 4.0' নামে পরিচিতি লাভ করছে। আঠারো শতকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়; তাই শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রথম শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং দেশটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে এগিয়ে যায়। তাই ইংল্যান্ডকে 'পৃথিবীর কারখানা' বলা হয়।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে শিল্পবিপ্লব

১. প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় ১৭৬০ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে, যা উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায়। এর মূল প্রভাবক ছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং ফলাফল ছিল উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ।

২. দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে। ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়, যার মাধ্যমে উৎপাদন শিল্পে আমূল পরিবর্তন হয়। এর মূল প্রভাবক ছিল বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার এবং ফলাফল ছিল উৎপাদন শিল্পের আমূল পরিবর্তন।
৩. তৃতীয় শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯৬০ সালে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে। এতে বিভিন্ন ভারি ও মাঝারি শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। এর মূল প্রভাবক ছিল কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি এবং ফলাফল ছিল বিভিন্ন শিল্পের অভাবনীয় পরিবর্তন।
৪. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণাটি ১ এপ্রিল ২০১৩ সালে জার্মানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটি হলো মূলত ডিজিটাল বিপ্লব। ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কল-কারখানাগুলোয় ব্যাপক হারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসে আমূল পরিবর্তন। আগের শিল্পবিপ্লবগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ যন্ত্রকে পরিচালনা করছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে যন্ত্রকে উন্নত করা হয়েছে, ফলে যন্ত্র নিজেই নিজেকে পরিচালনা করছে।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনা

- ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তি। এর মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়।
- ব্যাংক হিসাব প্রধানত → তিন প্রকার
- উপমহাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় → মুঘল আমলে
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রতিষ্ঠা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। পূর্বনাম State Bank of Pakistan। সদর দপ্তর মতিঝিল, ঢাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি গভর্নর। গভর্নরের পদের মেয়াদ ৪ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর আনম হামিদুল্লাহ। বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা ১০টি (যথা- ১. ঢাকার মতিঝিল, ২. ঢাকার সদরঘাট, ৩. সিলেট, ৪. চট্টগ্রাম, ৫. রাজশাহী, ৬. রংপুর, ৭. বগুড়া, ৮. খুলনা, ৯. বরিশাল, ১০. ময়মনসিংহ)। বাংলাদেশে IMF-এর কার্যালয় ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পঞ্চম তলায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বপতি শফিউল কাদের। বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার ৪%। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ। নোটের বিপরীত নিরাপত্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ রাখে স্বর্ণ। অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ব্যাংক সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ টাকা জাদুঘর অবস্থিত মিরপুর। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, মিরপুর। গ্রিন ব্যাংকিং চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বপতি শফিউল কাদের।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় → Bank Companies Act-1991 অনুসারে (সর্বশেষ ২০১৩ সালে সংশোধিত)
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক → আরব বাংলাদেশ ব্যাংক। (বর্তমান নাম AB ব্যাংক) (১৯৮২)
- Master Card প্রথম চালু করে → ন্যাশনাল ব্যাংক
- বর্তমানে দেশে বিশেষায়িত ব্যাংক আছে → ২টি; এগুলো হলো- ১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ২. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ৬টি → ১. সোনালী ব্যাংক, ২. অগ্রণী ব্যাংক, ৩. রূপালী ব্যাংক, ৪. জনতা ব্যাংক, ৫. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ৬. বেসিক ব্যাংক
- Bank rate → যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য ব্যাংককে ঋণ দেয়
- ATM → Automated Teller Machine
- LC → Letter of Credit ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারক কর্তৃক রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রত্যয়নপত্র
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা বিলুপ্ত হয়ে দুটি মিলে যে ব্যাংকটি গড়ে ওঠে → বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (BDBL)
- সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ব্যাংকগুলোকে বলা হয় → তফসিলি ব্যাংক
- যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা মেনে চলার শর্তে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে না সেসব ব্যাংককে বলা হয় → অ-তফসিলি ব্যাংক বা অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী পরিচালক → অধ্যাপিকা হাম্নানা বেগম
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় → ১৯৭২ সালে
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক → সোনালী ব্যাংক লি.
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮৭ সালে; বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক → ২০১০ সালে; বেসিক ব্যাংক → ১৯৮৯ সালে; বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক → ১৯৭৩ সালে; গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮৩ সালে; কর্মসংস্থান ব্যাংক → ১৯৯৮ সালে
- বেসরকারি খাতে সর্বপ্রথম অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংক → দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক → ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক → ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
- CAMELS-এর পূর্ণ রূপ → Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earning capacity, Liquidity, Sensitivity of market risks.
- ক্যামেলস রেটিং → ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়দেনা, সম্পদ-সম্ভাবনা, লাভ-লোকসান, পুঁজি-বিনিয়োগ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে ৫টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে → A, B, C, D, E গ্রেড
- জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পূর্বনাম → ইউনাইটেড ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে
- অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পূর্বনাম → হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংক
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড → ব্যাংকটি সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত
- এবি ব্যাংক লিমিটেড → বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক। ব্যাংকটির পূর্বনাম আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড
- পূবালী ব্যাংকের পূর্বনাম → ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
- উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড → বাংলাদেশের প্রথম বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ব্যাংক
- ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা → ১৯৮৩ সালে; বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক
- IFIC ব্যাংক → মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে
- আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পূর্বনাম → ওরিয়েন্টাল/আল-বারাকা ব্যাংক লিমিটেড
- ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড → বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড → বাংলাদেশে প্রথম বিদেশি ব্যাংক। এ ব্যাংকটি বাংলাদেশে প্রথম মাস্টার কার্ড ও টেলি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম → বিএসইসি (BSEC)
- Bkash যে ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে → ব্র্যাক ব্যাংক
- বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা হয় → প্রবাসীদের পাঠানো remittance-এর মাধ্যমে

মুদ্রাসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম মুদ্রা। মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ ধাতব ও কাগজ। আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড BDT। উপমহাদেশে প্রথম কাগজে মুদ্রা চালু করে লর্ড ক্যানিং, ১৯৫৭ সালে। বাংলাদেশে প্রথম কাগজের নোট চালু হয় ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩। বাংলাদেশের প্রথম কাগজের নোট ১ ও ১০০ টাকার নোট। মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হার চালু হয় ১ জুন ২০০৩। সরকারি নোটের মালিকানা বাংলাদেশ সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয়ের। এতে স্বাক্ষর থাকে না অর্থ সচিবের। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি নোট তিনটি এক, দুই ও পাঁচ টাকা। ব্যাংক নোটের মালিকানা বাংলাদেশ ব্যাংকের; এতে স্বাক্ষর থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের। বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক নোট ৭টি; (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকার নোট) এতে স্বাক্ষর থাকে অর্থ সচিবের।

বিমা ব্যবস্থাপনা

- বাংলাদেশের বিমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ → খুদা বক্স
- বর্তমানে দেশে বিমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে → ৮১টি
- বাংলাদেশে সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা প্রতিষ্ঠান দুটি → জীবন বিমা করপোরেশন ও সাধারণ বিমা করপোরেশন
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশি বিমা কোম্পানি → মেটলাইফ
- বাংলাদেশে বিমা সংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় → ১৯৭২ সালে
- বিমা করপোরেশন আইন পাস হয় → ১৯৭৩ সালে [সূত্র : বাংলাপিডিয়া]
- সাধারণ বিমা ও জীবন বিমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১৪ মে ১৯৭৩
- বিমা খাত যে মন্ত্রণালয়ের অধীন → অর্থ মন্ত্রণালয় (পূর্বে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)
- IDRA-এর পূর্ণ রূপ → Insurance Development and Regulatory Authority
- বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৬ জানুয়ারি ২০১১
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি বিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান → Bangladesh Insurance Academy
- সাধারণ বিমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৪ মে ১৯৭৩
- বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর ক্রেডিট রেটিং অনুসরণ করা হয় → CAMELS পদ্ধতি
- BIA-এর পূর্ণ রূপ → Bangladesh Insurance Academy
- বিমানীতির প্রধান কাজ → Protection against risks

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

দেশের প্রধান ব্যাংক, এই ব্যাংককে কেন্দ্র করে দেশের অর্থ ব্যবস্থা এবং ব্যাংক ব্যবস্থা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ : বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ও নোট প্রচলন; মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ; দেশের ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ সংরক্ষণ; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ; বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ; সরকারের ব্যাংক; ঋণ নিয়ন্ত্রণ; অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক; ক্লিয়ারিং হাউসের কার্য পালন ও সর্বশেষ ঋণদাতা হিসাবে কাজ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের টাকা আমানত হিসেবে রাখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রদান করে; তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক। যেমন– সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি।

ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লেনদেনের ক্ষেত্রে নিচের মাধ্যমগুলো সৃষ্টি করেছে– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, LC, ব্যাংক গ্যারান্টি, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড।

চেক	চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশ।
বাহক চেক	যে চেক বাহক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করে, তাই বাহক চেক।
হুকুম চেক	প্রাপকের আদেশ বা অনুমোদন ছাড়া যে চেকের অর্থ অন্য কাউকে ব্যাংক প্রদান করে না, তাই হুকুম চেক।
দাগকাটা চেক	এই চেকের বৈশিষ্ট্য হলো– বাহক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুটি সমান্তরাল দাগকেটে চেক প্রস্তুত করা হয়।
ভ্রমণকারীর চেক	যে চেক দেশে বা বিদেশে ভ্রমণের সময় ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখা থেকে ভাঙানো যায়, তাই ভ্রমণকারীর চেক।
মার্কেট চেক	যে চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন মার্কেটে এবং বড় বড় দোকানে বাজার করা যায়, তাই মার্কেট চেক। একে চেক কার্ডও বলা হয়। যেমন– VISA, MASTER card ইত্যাদি।
উপহার চেক	আপনজনকে উপহার দেওয়ার জন্য এই চেক ব্যবহার করা হয়।
ব্যাংক ড্রাফট	ব্যাংক যে ড্রাফটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে-বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয়; তাই ব্যাংক ড্রাফট।
পে-অর্ডার	যে অর্ডারের মাধ্যমে একই ক্লিয়ারিং হাউসের এলাকায় স্থাপিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়; তাই পে-অর্ডার।
লেটার অব ক্রেডিট	যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানি কারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে; তাই নিশ্চয়তা পত্র বা লেটার অব ক্রেডিট।
ব্যাংক গ্যারান্টি	যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে; তাই ব্যাংক গ্যারান্টি।
ডেবিট কার্ড	এই কার্ড দিয়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট থেকে এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময় টাকা তুলতে পারে।
ক্রেডিট কার্ড	এই কার্ড ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ধারে পণ্য কেনাবেচাসহ যেকোনো প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। যেমন– ATM- Automated Teller Machine.

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে → ডাচ্-বাংলা ব্যাংক [৩৭তম বিসিএস]
- কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৯৮ [২৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক → আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক [২৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা → গ্রামীণ ব্যাংক [২৬তম বিসিএস]
- যে ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে? → গ্রামীণ ব্যাংক [১৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত → গাজীপুর
- ব্যাংক রেট (সুদের হার) হচ্ছে → কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেট
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৮৩ সালে
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম → বিএসইসি (BSEC)
- Bkash যে ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে → ব্র্যাক ব্যাংক
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয় → বিহিত মুদ্রার প্রচলন
- বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংক 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' রূপে কাজ শুরু করে → ১৯৭৬ সালে
- বিশ্বের যে দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্রঋণ চালু করে → জাপান
- কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৬১ সালে
- বাংলাদেশে যে ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণদান করে → গ্রামীণ ব্যাংক
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক → সোনালী ব্যাংক
- উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় যে আমলে → মোগল আমলে
- যে ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত → রূপালী ব্যাংক
- বাংলাদেশের যে ব্যাংক দীর্ঘদিন মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে → আইএফআইসি ব্যাংক

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি.
অবস্থান	গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা লাভ	১৯৮৮ সালে
এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়	১০ টাকার নোট
টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানি করা হয়	সুইজারল্যান্ড থেকে

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট প্রথম চালু হয় → ৪ মার্চ ১৯৭২
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত যে মুদ্রা বহন করে → ২ টাকা
- এক ও দুই টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে → অর্থ সচিবের
- বাংলাদেশে ব্যাংক নোট → ৭টি
- লর্ড ক্যানিং উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন → ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে
- যে ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু সেতুর প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে → ৫ টাকার মুদ্রার
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান → ৪৮
- আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড → BDT
- বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা চালু হয়/মুদ্রা হিসাবে টাকা চালু হয় → ৪ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশের কাগজের নোট প্রথম চালু হয় → ৪ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশে ধাতব মুদ্রা চালু হয় → ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩
- ১০ টাকার পলিমার নোটটি বাংলাদেশে প্রথম চালু হয় → ২০০০
- আমাদের দেশে সর্বোচ্চ যত টাকা মানের কাগজের নোট প্রচলিত আছে → ১০০০
- বাংলাদেশে কাগজের নোট আছে → ১০টি
- বাংলাদেশে ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট চালু হয় → ২৭ অক্টোবর ২০০৮
- বাংলাদেশে চালু পলিমার নোটটি মুদ্রিত → অস্ট্রেলিয়ায়
- বাংলাদেশের ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয় → জার্মানি থেকে

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহ

প্রাকৃতিক গ্যাস : বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে এবং ১৯৫৭ সালে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, খনন ও উত্তোলনের দায়িত্বে আছে পেট্রোবাংলা। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীনে ১১টি কোম্পানি পরিচালিত হয়। এ পর্যন্ত দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে এবং সর্বশেষ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল ২০২১ সালে সিলেটের জকিগঞ্জে। মজুত ভিত্তিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাসক্ষেত্র, যা ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০টি কূপ আছে। উপকূলীয় অঞ্চলে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে ২টি, সাঙ্গু এবং কুতুবদিয়া। সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সমুদ্রসীমাকে মোট ২৬টি ব্লকে ভাগ করে পেট্রোবাংলা। এর মধ্যে ১১টি অগভীর সমুদ্র ব্লক ও ১৫টি গভীর সমুদ্র ব্লক। আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৫%-৯৯%। সিএনজি (CNG) শব্দের অর্থ কমপ্রেস করা প্রাকৃতিক গ্যাস।

২০০৩ সালে নাইকো-বাপেক্স যৌথ উদ্যোগে একটি চুক্তির মাধ্যমে ছাতকের টেংরাটিলায় গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের দায়িত্ব পায়। কূপ খনন শুরু হলে গ্যাসক্ষেত্রটিতে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে ওই বছরের ২৪ জুন। নাইকো ২০১০ সালে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণের ঘটনায় তারা দায়ী নয়, মর্মে ঘোষণা চেয়ে ইকসিডে একটি সালিশি মোকদ্দমা দায়ের করে। ২০১৬ সালে বাপেক্স আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এরপর নাইকোর কাছে বাপেক্স ১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার ৮৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে ইকসিডে নালিশ করা হয়। ইকসিড ট্রাইব্যুনাল ২০০৫ সালের বিস্ফোরণের জন্য যৌথ উদ্যোগে চুক্তির অধীন শর্তসমূহ ভঙ্গের জন্য নাইকোকে দায়ী করে তাদের অভিযুক্ত করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন।

খনিজ তেল : বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায়। ১৯৮৭ সালে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। তবে ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি চট্টগ্রামে অবস্থিত। ইউনোকল যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানি। তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ সৌদি আরব। আমদানিতে শীর্ষ দেশ চীন। উত্তোলনযোগ্য তেল মজুতে শীর্ষ দেশ ভেনেজুয়েলা। তেল রপ্তানির অর্থকে বলে পেট্রো ডলার।

কয়লা : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ভূপৃষ্ঠের অত্যধিক গভীরতায় সর্বপ্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত সকল কয়লাখনিই দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। 'আইভরি ব্ল্যাক' হলো অঙ্গিজ কয়লা। দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে সুড়ঙ্গ পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হচ্ছে একমাত্র বড়পুকুরিয়া খনি থেকে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়লা খনি দিনাজপুর জেলার দীঘিপাড়া কয়লা খনি। বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে। বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যায় লিগনাইট কয়লা।

লোহার খনি : দীর্ঘ চেষ্টার ফলে ৬ বছরের গবেষণায় দিনাজপুরের হাকিমপুর (হিলি) ইসবপুরে ১৭৫০ ফুট গভীরতায় খনন করে লোহার খনির আবিষ্কার করা হয়েছে ২০১৩ সালে। সেখানে প্রায় ৪০০ ফুট পুরুত্বের লোহার আকরিকের এই স্তরটি পাওয়া গেছে। এখানে স্বর্ণের অস্তিত্বের পাশাপাশি কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামেরও উপস্থিতি রয়েছে। ১ হাজার ১৫০ ফুট গভীরতায় চুনাপাথরের সন্ধানও মিলেছে। এই অঞ্চলে ৬০ কোটি বছর আগে সমুদ্র ছিল।

কঠিন শিলা : রংপুর জেলার মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় প্রায় ১.৪৪ বর্গকিমি. এলাকাজুড়ে কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যপাড়া শিলা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৩ সালে। কঠিন শিলার মধ্যে বাংলাদেশে মজুত রয়েছে প্রিক্যামব্রিয়ান যুগীয় গ্রানোডায়োরাইট, কোয়ার্জ ডায়োরাইট, নিস প্রভৃতি শিলার।

কালো সোনা : Black Gold বা কালো সোনা হলো কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে কালো সোনা আবিষ্কার করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্মকর্তা ওএইচ কবির।

চীনামাটি : বাংলাদেশে প্রথম চীনামাটির সন্ধান পাওয়া যায় বিজয়পুর, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা। এছাড়া নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়। চীনামাটি ব্যবহৃত হয় সিরামিক শিল্পে।

সিলিকা বালি : সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, জামালপুরের গারো পাহাড়ে সিলিকা বালি পাওয়া যায়। কাঁচবালির সর্বাধিক মজুত আছে সিলেট অঞ্চলে।

নুড়িপাথর : বাংলাদেশে নুড়িপাথর পাওয়া যায় উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর। সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

তেজস্ক্রিয় বালু : কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে পাওয়া যায়। এদের 'কালা সোনা'ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী এমএ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বালির অপর নাম ইলমেনাইট।

চুনাপাথর : দেশের প্রথম চুনাপাথর খনির সন্ধান পাওয়া যায় বগুড়ার কুচমায়, ১৯৫৯ সালে (তবে সেখানে উত্তোলন করা হয়নি)। বাংলাদেশে চুনাপাথর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৫ সালে (ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সরবরাহের জন্য সুনামগঞ্জের টাকেরঘাট খনি থেকে প্রথমবারের মতো চুনাপাথর উত্তোলন শুরু হয়)। দেশে প্রথম প্রবাল জাতীয় চুনাপাথর পাওয়া যায় সেন্টমার্টিনে, ১৯৫৮ সালে। দেশের সর্ববৃহৎ চুনাপাথর খনি পাওয়া গেছে তাজপুর, বদলগাছি, নওগাঁ।

গন্ধক : চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

তামা : রংপুর জেলার রানিপুকুরে, দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইউরেনিয়াম : মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

দস্তা : দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কয়লাখনিতে।

খনিজ বালি : কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

- বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যগুলো হলো– তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। দেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

- দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ 'ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম অ্যাগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ খাত : বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৭ সালে
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র → ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
- বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই (রাঙামাটি) নির্মাণ হয় → ১৯৬২ সালে
- দেশের বৃহত্তম বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র → মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- বেসরকারি খাতে দেশে স্থাপিত প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র → খুলনা বার্জমাউন্টেড
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় → নরসিংদী জেলায়
- দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র → সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- দেশের প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র → দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- বাংলাদেশে বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে → ৩টি; যথা- চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কেনীতে

পরিবহণ ও যোগাযোগ

BRTC: পূর্ণ রূপ Bangladesh Road Transport Corporation. প্রতিষ্ঠা ১৯৬১। দেশের পরিবহন খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

BIWTA: পূর্ণ রূপ Bangladesh Inland Water Transport Authority. প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৮।

BIWTC: পূর্ণ রূপ Bangladesh Inland Water Transport Corporation. প্রতিষ্ঠা- ১৯৭২। সদর দপ্তর ঢাকা।

Biman Bangladesh Airlines Ltd: ৪ জানুয়ারি ১৯৯২ এয়ার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে কার্যক্রম শুরু। বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক বলাকা। ডিজাইনার কামরুল হাসান। স্লোগান আকাশে শান্তির নীড়।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরন
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫ নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫ সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২		২০৩০	
এমআরটি লাইন-৪		২০৩০	পাতাল

ফ্লাইওভার

ফ্লাইওভার	দৈর্ঘ্য (কিমি.)	অবস্থান	অন্যান্য তথ্য
মহাখালী	১.১২	মহাখালী, ঢাকা	প্রথম ফ্লাইওয়ার (২০০৪)
খিলগাঁও	১.৯	খিলগাঁও, ঢাকা	
মেয়র মোহাম্মদ হানিফ	১১.৮	পলাশী-যাত্রাবাড়ী	বাংলাদেশের দীর্ঘতম ফ্লাইওভার
কুড়িল	৩.১	কুড়িল, ঢাকা	
মগবাজার-মৌচাক	৮.৭	মগবাজার-মৌচাক	

রেলওয়ে

বাংলাদেশে প্রথম রেললাইন বসানো হয় ১৮৬২ সালে, দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত। বাংলাদেশ রেলওয়ের আছে ৬টি কারখানা। যথা- ১টি সৈয়দপুরে, ২টি পাহাড়তলীতে, ২টি পার্বতীপুরে ও ১টি ঢাকায়। সবচেয়ে বড় কারখানা সৈয়দপুরে। ২০০৮ সালে ঢাকা ও কলকাতার মধ্য 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' চালু হয়। বাংলাদেশে তিন ধরনের রেলপথ আছে- ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ। বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। বাংলাদেশ রেলওয়ে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত- পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর চট্টগ্রাম। পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর দপ্তর সৈয়দপুর, নীলফামারী। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম আন্তনগর ট্রেন সার্ভিস চালু হয়।

রুট	ট্রেনের নাম
ঢাকা-চট্টগ্রাম	সুবর্ণ এক্সপ্রেস, মহানগর এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, সোনার বাংলা এক্সপ্রেস
ঢাকা-খুলনা	সুন্দরবন এক্সপ্রেস, চিত্রা এক্সপ্রেস
ঢাকা-চিলাহাটি	নীলসাগর এক্সপ্রেস
ঢাকা-নোয়াখালী	উপকূল এক্সপ্রেস
ঢাকা-কিশোরগঞ্জ	এগার সিন্ধুর (প্রভাতী/গোধূলী)
ঢাকা-রাজশাহী	সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস, ধূমকেতু এক্সপ্রেস
ঢাকা-সিলেট	পারাবত এক্সপ্রেস, উপবন এক্সপ্রেস, কালনী এক্সপ্রেস
ঢাকা-দিনাজপুর-পঞ্চগড়	দ্রুতযান এক্সপ্রেস, একতা এক্সপ্রেস

বিমান পরিবহণ

বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড। বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান- আকাশে শান্তির নীড়। বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক বলাকা। বিমানের প্রতীকের ডিজাইনার কামরুল হাসান। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৩টি এবং ১২টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

- **হজরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর :** বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম বিমানবন্দর। ১৯৮০ সালে বিমানবন্দরটি চালু হয়। পূর্ব নাম- কুর্মিটোলা বিমানবন্দর, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- **শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর :** পূর্বনাম- এমএ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ১৯৯২ সালে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয়।
- **ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর :** ১৯৯৯ সালে বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে।

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ

বিশ্বে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয় মিশরে, ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় ১৮৭৫ সালে। স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার রিপ্টি চিট্টানিশ। বাংলাদেশ পোস্ট অফিস জাদুঘর অবস্থিত ঢাকার জিপিও (পুরানা পল্টন)। বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি রাজশাহীতে। ডাক বিভাগের স্লোগান- সেবাই ধর্ম। সদর দপ্তর ঢাকায়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ডাকপ্রবাহ। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (ইউপিইউ) সদস্যপদ লাভ করে।

মোবাইল অপারেটর

বাংলাদেশের বর্তমানে মোবাইল অপারেটরের সংখ্যা চার। যথা-

ব্র্যান্ড নাম	কার্যক্রম শুরু	অন্যান্য তথ্য
গ্রামীণফোন	১৯৯৭	বাংলাদেশের বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর।
রবি (পূর্ব নাম একটেল)	১৯৯৭	প্রথম জিপিআরএস ব্যবস্থা চালু করে। ১৬ নভেম্বর ২০১৬ এয়ারটেল ও রবি আজিয়াটা একত্রিত হয়।
টেলিটক	২০০৪	১৪ অক্টোবর ২০১২ দেশে প্রথম থ্রি জি প্রযুক্তি চালু করে।
বাংলালিংক	২০০৫	আমস্টারডাম ভিত্তিক কোম্পানি।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হয়েছে? → গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
- বাংলাদেশে বেশি রেশম হয় কোন স্থানে? → রাজশাহী
- বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে → বিজয়পুরে
- বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' অবস্থিত → চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের বড় সার কারখানা → যমুনা সার কারখানা (তারাকান্দি)
- কর্ণফুলী পেপার মিলস কোথায় অবস্থিত? → রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায়
- কর্ণফুলী কাগজকলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় → বাঁশ
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি কোথায় অবস্থিত? → গাজীপুর
- বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি কী? → পোশাক সম্পদ
- 'কেয়ার' একটি → আমেরিকান এনজিও
- 'মেস্তা' এক জাতীয় → পাট
- বাংলাদেশে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য কী? → তৈরি পোশাক
- আদমজী পাটকল কোন সালে বন্ধ হয়? → ২০০২
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ → উত্তরা, নীলফামারী
- বাংলাদেশে পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি? → চীন
- বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রধান বৈদেশিক বাজার কোন দেশে? → যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশে আমদানির প্রধান উৎস দেশ কোনটি? → চীন
- বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো → তৈরি পোশাক
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য 'White Gold' কী? অথবা কোন পণ্যটি বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' নামে পরিচিত? → চিংড়ি
- বাংলাদেশে Export Processing Zone (EPZ)-এর কার্যক্রম কোন সালে শুরু হয়? → ১৯৮৩
- বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বৃহত্তম বাজার → যুক্তরাষ্ট্র
- GSP-এর পূর্ণ রূপ কী? → Generalised System of Preference
- WTO-এর চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ কোটাবিহীন বাজারে পোশাক সামগ্রী রপ্তানি শুরু করে কোন সালে? → ২০০৫
- ট্রেড ইউনিয়ন কী? → শ্রমিক সংগঠন
- বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই; কিন্তু বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে এমন দেশ → তাইওয়ান
- বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে → বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
- বাংলাদেশে প্রথম কোন কোম্পানি 'আইএসও ৯০০১' সার্টিফিকেট লাভ করেছে? → এসিআই
- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মেয়াদকাল কত? → ৪ বছর
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? → ১৯৮৩
- Bkash কোন ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে? → ব্র্যাক ব্যাংক
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির লক্ষ্যে 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার সময়কাল কত? → ১৯৮৩
- নোটের বিপরীতে নিরাপত্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ রাখে → স্বর্ণ
- SWIFT কোড সাধারণত ব্যবহার → Banks
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা বহন করে? → ২ টাকা
- উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয় কবে? → ১৮৫৭
- দেশের বৃহত্তম যুদ্ধ বিমানঘাঁটির নাম → বিমানবাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু
- বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সাবমেরিনের যুগে পদার্পণ করে? → ৪১তম
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কয়টি? → ৩টি
- 'ভোমরা' স্থলবন্দর কোন জেলায় অবস্থিত? → সাতক্ষীরা
- সড়কপথে ঢাকা থেকে টেকনাফের দূরত্ব → ৪৭৫ কিলোমিটার
- চিলাহাটি রেলওয়ে জংশনটি কোন জেলায় অবস্থিত? → নীলফামারী
- টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন চলাচলকারী বিলাসবহুল জাহাজের নাম → কেয়ারী সিন্দবাদ
- বাংলাদেশে তৈরি প্রথম যুদ্ধজাহাজের নাম কী? → বনৌজ পদ্মা
- প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু কোন দুটি জেলাকে সংযুক্ত করবে? → মুন্সীগঞ্জ ও শরীয়তপুর
- বাংলাদেশ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যোগদান করে → নভেম্বর ২০০৭
- স্থাপত্য মান অনুযায়ী যমুনা সেতুর আয়ুষ্কাল কত বছর? → ১০০ বছর
- বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত? → বুড়িগঙ্গা
- পদ্মা সেতু কার অর্থায়নে নির্মিত হয় → বাংলাদেশ সরকার
- বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর কোন জেলায় অবস্থিত? → পটুয়াখালী
- বেনাপোল সীমান্ত কোন জেলায়? → যশোর
- পায়রা সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত? → রাবনাবাদ চ্যানেল
- বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর কয়টি? → ৩টি
- 'বিলোনিয়া সীমান্ত' কোন জেলায় অবস্থিত? → ফেনী